

<

শহর ও জেলার খবর

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া নথির পরেও জমিজট কাটলো না অমর্ত্য সেনকে কেন উচ্ছেদ করা হবে না ? নোটিশ দিয়ে জানতে চাইল বিশ্বভারতী

খায়রুল আনাম

অর্থনীতির অনেক জটিলতার জট কাটাতে পারলেও, শান্তিনিকেতনের নিজের পৈতৃক বসত বাড়ির জমির বিষয়ে অমর্ত্য সেন অনেকখানি উদাসীন থাকার বা অন্যদের উপরে নির্ভরশীল থাকার কারণেই এখানে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বোলপুরের সাংসদ থাকাকালীন সময়ে যখন শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্যদ গঠিত হয় তখন এবং অস্লান দত্ত বিশ্বভারতীর উপাচার্য থাকাকালীন সময়ে তাঁর একান্ত সচিব কৃশাল চৌধুরী এবিষয়ে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও, অমর্ত্য সেনের পরিবারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। সে সময় অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেন শান্তিনিকেতনের এই প্রতীচী বাড়িতে থাকতেন। শান্তিনিকেতনে এটিই অমর্ত্য সেনের বাসস্থান। এই বাড়ির জমির একটা অংশ অমর্ত্য সেনের দাদু ক্ষিত্রিমোহন সেন বিশ্বভারতীর কাছ থেকে ৯৯ বছরের লিজ হিসেবে নেন। পরবর্তীতে তা অমর্ত্য সেনের বাবা আশুতোষ সেন পান। তাঁর প্রয়াণের দীর্ঘদিন পরে অমর্ত্য সেনে ওই জমি নিজের নামে রেকর্ড করাতে যাওয়ার পর থেকেই এই সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। অমর্ত্য সেন জমি লিজের জন্য বিশ্বভারতীকে নিদ্রিষ্ট অর্থ দিলেও, বিশ্বভারতী



প্রতীচী বাড়িতে অমর্ত্য সেন

কর্তৃপক্ষ দাবি করছে যে, অমর্ত্য সেন তাঁর প্রতীচী বাড়ির মধ্যে বিশ্বভারতীর ১৩ ডেসিমেল জমি অতিবাহিত করেন। কিন্তু তারা প্রশাসনের আওতায় এর আগে কখনো আসেননি। এবার তাদের নিয়ে কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত নিলে জেলা প্রশাসন। জেলাশাসকের সঙ্গে অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর এক বৈঠকের পর অশোকনগরের গ্রামীণ এলাকায় জরিশিল্লের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের যাতে সঠিক কর্মসংস্থান হয় তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

প্রসঙ্গত, অশোকনগর জুড়ে জরিশিল্লের সঙ্গে যুক্ত এমন প্রায় দু-হাজারের বেশি শ্রমিক রয়েছে। কিন্তু পুরো কাজটাই তারা নিজস্ব উদ্যোগে করে থাকেন। অন্যদিকে, অশোকনগর গ্রামীণ এলাকা হাবড়া ২ নম্বর ব্লক জুড়ে প্রায় একশো কুড়ি থেকে একশো তিরিশ ছোটবড় জরিশিল্লের কারখানা আছে, সেই কারখানায় যাতে শ্রমিকরা কাজ পায় এবং তাদের যেন সঠিকভাবে কর্মসংস্থান হয়, এই বিষয়েই

বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে অমর্ত্য সেনের বাড়িতে হাজির হয়ে, অমর্ত্য সেনের হাতে নথি তুলে দিয়ে দাবি করেন যে, অমর্ত্য সেন বিশ্বভারতীর দাবি মতো, তাদের কোনও জমি দখল করে রাখেননি। সেই সময় সেখানে রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক এবং কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতি এবং বিতর্কের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা

যে, এভাবে এই জমির মিমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। উভয় পক্ষেরই নথি খতিয়ে দেখে, বিশ্বভারতীর প্রস্তাব মতো জমি মাপজোপ করেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এদিকে দেখা যায় যে, অমর্ত্য সেনের কোনও আধার কার্ড নেই। যা আবশ্যিক না হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরপরই প্রশাসনিক আধিকারিকরা সম্প্রতি তাঁর প্রতীচী বাড়িতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে নজিরবিহীনভাবে অমর্ত্য সেনের আধার কার্ড তৈরী করে দিয়ে আসেন। বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে অমর্ত্য সেন আইনজীবির মাধ্যমে ওই জমি তাঁর নামে রেকর্ড করাতে গেলে বিশ্বভারতীর আইনজীবী এবং আধিকারিকদের আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি।

জমি নিয়ে এই বিতর্কের মধ্যেই এবার রবিবার ১৯ মার্চ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ অমর্ত্য সেনের প্রতীচী বাড়ির ঠিকানায় নোটিশ পাঠিয়ে বলা হয়েছে যে, আগামী ২৯ মার্চ অমর্ত্য সেন বা তাঁর কোনও প্রতিনিধিকে বিশ্বভারতীর অ্যাডমিশন বিল্ডিংয়ের কনফারেন্স হলে উপস্থিত উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। সেখানেই ওই বিতর্কিত জমির শুনানি হবে। বিশ্বভারতীর দাবি করেছে যে, অমর্ত্য সেন বিশ্বভারতীর ১৩ ডেসিমেল জমি দখল করে রেখেছেন। তাই আইন মেনে কেনা তাকে ওই জমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে না, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে। অপর দিকে অমর্ত্য সেনের দাবি, ওই বাড়ির জমির ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরাও একটা অংশ লিজ নেওয়া। কিছুটা জমি কেনা। এখন মিথ্যা কথা বলছেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

অশোকনগরে জরিশিল্লীদের কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ১৯ মার্চ— উত্তর ২৪ পরগনার জেলায় এমন বহু মানুষ আছেন যারা নিজস্ব পরিসরে জরিশিল্লের কাজ করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু তারা প্রশাসনের আওতায় এর আগে কখনো আসেননি। এবার তাদের নিয়ে কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত নিলে জেলা প্রশাসন। জেলাশাসকের সঙ্গে অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর এক বৈঠকের পর অশোকনগরের গ্রামীণ এলাকায় জরিশিল্লের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের যাতে সঠিক কর্মসংস্থান হয় তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

প্রসঙ্গত, অশোকনগর জুড়ে জরিশিল্লের সঙ্গে যুক্ত এমন প্রায় দু-হাজারের বেশি শ্রমিক রয়েছে। কিন্তু পুরো কাজটাই তারা নিজস্ব উদ্যোগে করে থাকেন। অন্যদিকে, অশোকনগর গ্রামীণ এলাকা হাবড়া ২ নম্বর ব্লক জুড়ে প্রায় একশো কুড়ি থেকে একশো তিরিশ ছোটবড় জরিশিল্লের কারখানা আছে, সেই কারখানায় যাতে শ্রমিকরা কাজ পায় এবং তাদের যেন সঠিকভাবে কর্মসংস্থান হয়, এই বিষয়েই

মূলত জেলাশাসক শরৎকুমার দ্রিবেদীর সঙ্গে অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর বৈঠক হয়।

জরিশিল্লের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য একটি বিশেষ ক্যাম্প তথ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেবে প্রশাসন। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গোস্বামী জানান, অশোকনগরের গ্রামীণ এলাকায় যে সমস্ত জরিশিল্লীরা আছেন তাদের পাশে দাঁড়াতে আগামী ২৯ মার্চ আশোকনগর রاجিবপুর মাঠে এক কর্মশালা আয়োজন করা হবে। ওই কর্মশালা থেকে জরিশিল্লীদের সরকারি ব্যবস্থায় কি কি সুযোগ দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হবে। শিল্পীরা যাতে সুবিধা লাভ করতে পারেন, সেই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, আগামী ২৯ মার্চ রাজিবপুর মাঠে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উপস্থিত থাকবেন জেলাশাসক শরৎকুমার দ্রিবেদী সহ এসডিও, বিডিও। এছাড়াও থাকবেন ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের আধিকারিকরা।

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯ মার্চ— রবিবার মেদিনীপুর শহরে দিদির দূত হিসেবে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন করলেন মেদিনীপুরের বিধায়ক জুন মালিয়া, তার সাথে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন কাউন্সিলর, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা গোপাল সাহা, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বুদ্ধ মহাপাত্র সহ একাধিক নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মীরা। বিধায়ক জুন মালিয়া দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে মেদিনীপুর পৌরসভার কার্যালয়ে যান তিনি। পৌরসভার কাউন্সিলরের পাশাপাশি কর্মী ও আধিকারিক সের সাথে কথা বলেন। সেই সঙ্গে মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মানুষজনের সাথে কথা বলে তাদের অভাব অভিযোগের কথা

মন দিয়ে শোনেন। তিনি বলেন আমি দিদির দূত হিসাবে আপনাদের কাছে এসেছি। আপনাদের অভাব অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সেই সঙ্গে তিনি মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে শহরের বাসিন্দারা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা তারা পাচ্ছেন কিনা তাও জানার চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি পেতে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা তাও তিনি শহরবাসীদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেন। এভাবেই রবিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে তিনি দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন করেন।

পিসির ভাইপো জেলে যাচ্ছে সময় ঘনিয়ে আসছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে তাকে এভাবেই তাঁর ভাষায় তিনি কটাক্ষ করেন। তিনি আরো বলেন যে সারা দেশের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান সরকার যে দুর্নীতি করেছে তা আর কোন রাজ্যে হয়নি। তাই চোরদের এই সরকারকে উৎখাত করার তিনি কে দেন। পঞ্চয়েত নির্বাচনে বৃথ আগলে থাকার জন্য তিনি দলীয় নেতা, কর্মীদের নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার স্বচ্ছতার সাথে কাজ করছে, কোন দুর্নীতির সাথে আশোপ করেনি। তাই বিজেপি কর্মীরা মাথা উঁচু করে মানুষের কাছে গিয়ে বলতে পারবে আমরা একটি রাজনৈতিক দল করি, যে দলের নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। তৃণমূল কংগ্রেস চোরদের দল। তাই চোরদের দলের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ কে বাঁচাতে তিনি সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

হাওড়া স্টেশন ঢোকার মুখে লাইনচ্যুত আমতা হাওড়া লোকাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৯ মার্চ— হাওড়া ফের লাইনচ্যুত আমতা হাওড়া লোকাল। হাওড়া স্টেশন ঢোকার মুখে লাইনচ্যুত হয় আমতা-হাওড়া লোকাল ট্রেনটি। জনা গিয়েছে, রবিবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে। কোনো হতাহতের খবর নাই, যাত্রীরা সুরক্ষিত রয়েছে। এই ঘটনার জেরে কিছুক্ষণ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া থেকে ট্রেন পরিষেবা বাহ্যেত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আত্রাণ চেষ্টা করে রেল। যুক্তরাজ্য তৎপরতার কাজ করার জন্য ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে বেশি সময় লাগেনি রেলের।

আজ রবিবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট নাগাদ হাওড়া আমতা লোকাল ১৯ নম্বর স্টেশনে প্রবেশ করার আগে একটি কাকরা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। খবর পেয়ে ডিউঘড়ি সেখানে পৌঁছায় ART ভ্যান। লাইনচ্যুত কামরাটিকে ট্রাকে তোলা হয়। সকাল ১১.৩০ মিনিটে পাওয়া আপডেট অনুযায়ী, চলাচল স্বাভাবিক হয়।

জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছান দক্ষিণ পূর্ব রেলের পদস্থ ইঞ্জিনিয়াররা। যাত্রীরা সুরক্ষিত আছেন বলেই প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। তবে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রেল সূত্রে খবর, একটি কামরা লাইনচ্যুত হওয়ার জন্য কোনও যাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ট্রেনের গতি সম্বা ছিল। সমস্ত যাত্রীরা সুরক্ষিত পরেছেন। যদিও এই ঘটনায় সাময়িকভাবে তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। কেন কামরাটি লাইনচ্যুত হল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ট্রেনের সমস্ত যাত্রীরা সুরক্ষিত পরেছেন, তা নিশ্চিত করা হয়েছে রেলের তরফে।

এখানে উল্লেখ্য, গত মাসেই আগ হাওড়া আমতা লোকালের তিনটি বগি জগত্বল্পভপুরের মাঝে স্টেশনে ট্রেনে প্রবেশের আগে লাইনচ্যুত হয়। আজ আরো একবার আমতা হাওড়া লোকাল লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ঘটল। বারবার একই লোকালের একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটায় কেন দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। রেল কর্তৃপক্ষ জানায়, ঘন ঘন দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছেন তারা।

বাসস্ট্যাণ্ডগুলিতে তৈরি হচ্ছে ‘ব্রেস্ট ফিডিং রুম’

নিজস্ব প্রতিনিধি— মায়েরা রাত্তা ঘাটে স্তন্যপান করতে সংকোচ বোধ করলে, এবার সমস্যার সমাধানে কাছাকাটা পুরসভার উদ্যোগে পাইলট প্রোজেক্ট নেওয়া হচ্ছে। বাসস্ট্যাণ্ডেই থাকবে ব্রেস্টফিডিং রুম। সদ্যোজাতকে দুধ খাওয়াতে গুলে রাত্তাঘাটে আর আড়াল খুঁজেতে হবে না মায়েরাে। সূত্রের খবর, বেহালা পর্ণশ্রীতে প্রথম দেখা যাবে এরম বাস স্ট্যাণ্ড যেখানে থাকবে ‘ব্রেস্ট ফিডিং রুম’। মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, নতুন এই বাস স্ট্যাণ্ডের ভিতরে থাকবে বসার ব্যবস্থা, স্মার্ট টয়লেট। আর ব্রেস্টফিডিং রুম। পাশাপাশি তিনি জানান, এই প্রকল্প সফল হলে সারা কলকাতা জুড়েই তৈরি হবে এমন বাস স্ট্যাণ্ড। তাহলে সমস্যা হবে না।

মানুষের সুরক্ষা এখন দুয়ারে, মধ্যমগ্রামে পালিত হলো দুয়ারে পুলিশ’ কর্মসূচি



প্রশান্ত দাস

বারাসত, ১৯ মার্চ— উত্তর ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসনের তরফে দুয়ারে ডাক্তার’ কর্মসূচির পর দেখা মিললো দুয়ারে পুলিশ কর্মসূচি’র। এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয় আপনার পাড়ায় আপনার থানা’

রবিবার মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ২৮ নং ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এয়ারপোর্ট থানার উদ্যোগে থানার আইসি সলীল মন্ডল এবং স্থানীয় কাউন্সিলর অরূপ কুমার ঘোষের উপস্থিতিতে অন্তহীন সম্পন্ন হয়। এ দিন গ্রীনপার্ক নেতাজি ইন্ডািস্টেড ক্লাবে গ্রীনপার্কের অধিবাসীবৃন্দরা আসেন। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য, স্থানীয়দের অভাব-অভিযোগ থাকলে তারা যাতে নির্ভয়ে স্থানীয় থানার পুলিশ আধিকারিকদের জানাতে পারেন। যদি তাদের অভিযোগ থাকে, সেক্ষেত্রে যদি তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠাতে চান তাহলে সেই সুবিধা আপনার পাড়ায় আপনার থানা’ এই কর্মসূচির মাধ্যমে

তারা পাবেন। এ দিন অধিবাসীবৃন্দের সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকেরা সাবলীল কথোপকথন সারেন। এ আগেও এই ওয়ার্ডের মাইকেলনগরে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। সেবারও উদ্যোগ নেন মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ২৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরূপ কুমার ঘোষ। দ্বিতীয়বারের জন্য এয়ারপোর্ট থানার উদ্যোগে ফের তিনি এই কর্মসূচি আয়োজনের দায়িত্বভার নিলেন।

এ প্রসঙ্গে কাউন্সিলর অরূপ কুমার ঘোষ জানান, এয়ারপোর্ট থানা থেকে বিষয়টি আমাকে জানানোর পর, আমি আয়োজন করেছিলাম। মানুষের সুবিধার্থে পুলিশ আধিকারিকরা এখন পাড়ায়, মানুষেরা তাদের অভাব অভিযোগ খুব সহজেই থানাকে জানাতে পারবে।

থানার আইসি সলীল মন্ডল ও কাউন্সিলর অরূপ কুমার ঘোষ ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের সম্পাদকেরা, ওয়ার্ড কমিটির সচিব এবং একাধিক সমাজকর্মী।

পুরসভার চাকরিতেও দুর্নীতি! ইডি’র স্ক্যানারে পুরসভার বহু পৌরপ্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ১৯ মার্চ— বহু পরগনার পৌর প্রধানের সঙ্গে নিয়মিত শাস্তনু ঘনিষ্ঠ অয়ন শীলের যোগাযোগ ছিল। তবে কি ইডির কাছে ডাক পাবেন তারাও? রবিবার শাস্তনুর অফিসে উদ্ধার হওয়া কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক, যেমনে সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইডি সূত্রে দাবি, ‘একাধিক পুরসভার পৌর প্রধানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন অয়ন। একটি কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক থেকে উদ্ধার হয়েছে পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত নথি’ অর্থাৎ শুধু শিক্ষা নয় এবার চাকরি দুর্নীতির অভিযোগ উঠল পুরসভার চাকরিতেও। তাহলে কী শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি পুরসভাগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও শাস্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ফিল্ট্রদের যোগ রয়েছে, এই প্রশ্নেরই এখন উত্তর পেতে মরিয়া কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে হুগলি-হাওড়া জুড়ে শাস্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্রাজ্য ইতিমধ্যেই চড়ির হয়ে গেছে। এরমধ্যেই খোঁজ পাওয়া যায় শাস্তনুর ‘ঘনিষ্ঠ’ প্রোমেটোর অয়ন শীলের। শনিবার থেকে চলে তার সন্টলেকের অফিসে ম্যারানথন তল্লাশি। একদিনের মধ্যেই সেই পুরসভার পৌর প্রধানের পৌর প্রধানের সাথে অয়নের যোগাযোগের পাশাপাশি আরো বহু তথ্য উঠে এসেছে। ইডি সূত্রে আরও খবর, অয়নের ফ্লাট থেকে প্রথমে উদ্ধার হয় শিক্ষকের চাকরি প্রার্থীদের নামের তালিকা, অ্যাডমিট কার্ড ও অফিসের আলমারি থেকেও বেশ কিছু ডিজিটাল ডকুমেন্ট পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও সম্পত্তি সংক্রান্ত বেশ কিছু নথিও উদ্ধার হয়েছে। এবং

অয়নের অফিসে মিলল পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত নথিও

নিজস্ব প্রতিনিধি— একের পর এক ‘বিস্ফোরক’ নথি মিলছে শাস্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ঘনিষ্ঠ’ প্রোমেটোর অয়ন শীলের অফিস থেকে। ইডি সূত্রে খবর, এ বার অয়নের সন্টলেকের অফিস থেকে মিলেছে রাজ্যের একাধিক পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত নথি, অয়নের অফিসে থাকা কয়েকটি কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, রাজ্যের একাধিক পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি রয়েছে কম্পিউটারে। কিছু ফোল্ডারে রয়েছে চাকরিপ্রার্থী এবং প্রাপকদের নামও। ইডি সূত্রে খবর, নিয়োগ সংক্রান্ত নথি লেখা কিছু ‘নোট’ও পাওয়া গিয়েছে। এই বিষয়ে অয়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য পেতে চাইছে তদন্তকারী। তবে ইডি সূত্রে খবর, রবিবার সকাল থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাতে স্পষ্ট যে, শুধু নিয়োগ দুর্নীতি নয়, একাধিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শাস্তনু এবং তাঁর সহযোগীরা। তবে বিচারিত তদন্তের পরেই চিঠি স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত শাস্তনু এখন ইডি হেফাজতে রয়েছেন। তাঁরই ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত

পার্থর বিধায়ক পদ খারিজের দাবি নিয়ে বাড়ি বাড়ি সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি— শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়ার পর খুঁইয়েছিলেন মস্তিষ্ক। এবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করতে চেয়ে বড়সড় আন্দোলনে নামল সিপিএম নেতৃত্ব। বেহালা জুড়ে শনিবার থেকে সি পি এম ‘চোর তাড়াও বেহালা বাটাও’ লিফলেট বিলি করা হচ্ছে বাঁচি বাড়ি। আগামী ১ মাস ধরে চলবে সিপিএমের এই কর্মসূচি। শনিবার এই লিফলেট বিলি কর্মসূচিতে ছিলেন কলকাতা জেলা সিপিএম সম্পাদক কল্লোল মজুমদার, সিপিএম নেতা কৌশভ খান্না চট্টোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন। রবিবারও চলল এই কর্মসূচি। বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেকারেরে আপাতত বিধায়কশূন্য বেহালা পশ্চিম। কারণ, সেখানে বিধায়কের তরফে কাজগুলি সব বন্ধই রয়েছে। অস্বস্ত বিরোধীদের অভিযোগ তেমনই। আর এই অভিযোগকে সামনে রেখেই এবার প্রচারে নামল জেলা সিপিএম। তাদের দাবি, বিধায়ক পদ ছাড়া পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এই মর্মে একটি লিফলেটও তৈরি হয়েছে লাল পাট্টির তরফে।

দুর্গাপুরের কুড়িলিয়াডাঙায় একই পরিবারের চারজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ মার্চ— একই পরিবারের চারজনের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল ছড়াল দুর্গাপুরের কুড়িলিয়াডাঙা এলাকায় রবিবার সকাল ৬টা নাগাদ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে। মৃতের আত্মীয়ার পুলিশকে মৃতদেহ উদ্ধার করতে বাঁধা দেয়। তাদের দাবি, দুই সন্তান সহ স্বামী ও স্ত্রীকে খুন করা হয়েছে। খুনিদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা যাকেনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় জমির কোষাচোর কারবারি অমিত মন্ডল। তাঁর মূলস্ত দেহ উদ্ধার হয় এদিন বাড়ি থেকে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও একজন বছর দুয়ের কন্যা ও বয়স ১০ পূত্র সন্তানের মৃত দেহ ওই ঘরেই ছিলো। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অয়নের সন্টলেকের অফিসে শনিবার রাত থেকেই তল্লাশি চালাচ্ছেন ইডি আধিকারিকরা। রবিবার সকালে ইডির তরফে জানানো হয়, তল্লাশিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে চাকরিপ্রার্থীদের নামের তালিকা সম্বলিত কয়েকটি তালিকাও ছিল বলে জানা যায়। ছিল সম্পত্তি সংক্রান্ত বেশ কিছু নথিও। নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কোনও সরকারি কর্তাযুক্তি না হয়েও এক জন প্রোমেটোরের অফিসে এই নথি এমন কী ভাবে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

পরে ইডি সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন বছরের একাধিক চাকরিপ্রার্থীর ওএমআর শিটের প্রতিলিপি মিলেছে অয়নের অফিসে। অফিসের আলমারি, এরনকি জামাকাপড় রাখার জায়গা থেকেও একাধিক ডিজিটাল নথি মিলেছে বলে ইডি সূত্রে খবর। নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে একাধিক ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন, এই ঘটনা থেকে তা প্রমাণিত হচ্ছে বলে দাবি করছে ওই ইডি সূত্রটি। সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি খতিয়ে দেখেও শাস্তনুর সঙ্গে যৌথ ভাবে কেনা বেশ কিছু সম্পত্তি মিলেছে বলে জানা গিয়েছে।

স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ মার্চ— স্ত্রীকে মারধরের ও মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে মস্তেশ্বর থানার পুলিশ। গৃহ হামিদ মোল্লা মস্তেশ্বর ব্লকের জামনা পঞ্চায়েতের কুলে গ্রামের বাসিন্দা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গতকাল শনিবার হামিদ মোল্লা তার স্ত্রী সারিনা বিবি কে প্রচণ্ড মারধর করে এবং স্ত্রী মস্তেশ্বর কাদাশ্বিনী ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চিকিৎসাধীন রহচ্ছে। স্বামী, শ্বশুর, শ্বশুরী, এবং শ্বশুরবাড়ির পরিবারের আরও অন্যান্য মানুষজনের প্রতি মানসিক নির্যাতন ও মারধরের অভিযোগ তুলে মস্তেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ জানান কুলে গ্রামের হামিদ মোল্লার স্ত্রী সারিনা বিবি। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতেই ওই গৃহধর স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে মস্তেশ্বর থানার পুলিশ। গৃহ কে আজ কালনা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।



কালীঘাটের টনিক

কালীঘাট স্বস্তি দিল শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতা, কর্মী এবং সমর্থকদের। সম্প্রতি তৃণমূল দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সাংগঠনিক বৈঠক ডেকেছিলেন তাঁর কালীঘাটস্থ গৃহ সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যস্তরের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং জেলার দলের সাংগঠনিক কর্মকর্তারা। কেন এই জরুরি বৈঠক? পঞ্চায়েত নির্বাচন মে মাসে হবে বলে মোটামুটি সিদ্ধান্ত হয়েই গেছে— সুতরাং দল এখন কতটা প্রস্তুত, কীভাবে এগোতে হবে, তা নিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত, যেটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ নিয়ে পাছাড় সমান দুর্নীতির মুখে পড়ে দল এখন কোণঠাসা। এই দুর্নীতির বহর এত বেশি যে সাধারণ মানুষের মনে তা দারুণভাবে রেখাপাত করেছে। সত্যমিথ্যা, আইনানুগ বিচারে তা প্রমাণিত হবে। কিন্তু প্রমামিত হয়েছে আগের দল দুর্নীতির আবের্তে পড়ে রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছে এবং রাজ্যের মানুষের দলের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস নির্ভরতা হারাচ্ছে। দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা একজন মন্ত্রী সহ, বীরভূম জেলার দলের হৃদপিণ্ড অর্থাৎ জেলা সভাপতি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা আধিকারিক— দলের কয়েকজন যুবক নেতা এই দুর্নীতির অভিযোগে এখন জেলে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত চলছে। এই তদন্ত প্রক্রিয়া অত্যন্ত বীরগতিতে চলছে, যা নিয়ে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারকরাও অস্থস্তিতে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি দল ও প্রশাসনের হাল ধরে আছেন, দলের এই কঠিন সময়ে তিনিও বিব্রত, উৎকণ্ঠায় আছেন। দুর্নীতির অভিযোগ, এখন পর্যন্ত প্রমাণিত না হলেও, সাধারণ মানুষ তা কিছু হলেও বিশ্বাস করছেন। আর ভাবছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি প্রভুত সংগ্রাম করে দলটাকে গড়েছেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেই দলের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ প্রায় প্রতিদিনই উঠে আসছে। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে তাঁর কী বিরূপ প্রভাব পড়বে— তা নিয়ে দৃষ্টিভ্রান্ত ভাঁজ মমতা সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের কপালে। দলের নেতা, নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে প্রভুত সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। অল্পদিনের ব্যবধানে বিত্তশালী হয়েছেন। তিনতলা, চার তলা বাঁ চকচকে বাড়ি তৈরি করেছেন। হোটেল খুলেছেন, ধাবা খুলেছেন, রেস্টুরাঁ খুলেছেন, হোটেল ব্যবসায়ে ফ্লোরফ্লোপ উঠেছেন। স্থানীয় মানুষের চে-এটা তা লাগছে। কী করে এত অল্প সময়ে দলের বড় পদের দৌলতে, তাঁরা ‘বড়লোক’ হয়ে উঠলেন। স্থানীয় অঞ্চলে তাঁদের কথাই আইন। তাঁদের কথা অমান্য করার মধ্যে কারওর নেই। পুলিশ তাঁদের ঘাটায় না— পুলিশ তাঁদের সমীহ করে চলে।

এই অবস্থায় দলের ভাবমূর্তি এখন তলানিতে নেমেছে। দলের এই চরম বিপদকালে কালীঘাটের সাংগঠনিক মিটিংয়ের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দলনেত্রী মমতা সকলকে সাবধান করে দিলেন। দলের কাজে বিভিন্ন ভাবে মনোনিবেশ করতে বললেন। হয়তো দলের অনেকেই ‘চোর’ অপবাদ সহ্য করতে হচ্ছে। চোর কথাটি তাদের কানে ঢুকছে। তা অগ্রাহ্য করে, আমল না দিয়ে, বুক উঁচু করে মানুষের হয়ে কাজ করতে নির্দেশ দিলেন দলীয় নেতা-কর্মীদের। তিনি তাঁদের বলেছেন, যারা মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন, যারা দলের দুর্নীতির প্রচার মানুষের মধ্যে করে বলছেন, তাঁদের চিনে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী।

তিনি দলের সংগঠনকে আরও মজবুত, আরও শক্তিশালী করতে প্রাণপণ পরিশ্রম করতে বলেছেন। কারণ বিরোধী দল, বিজেপি, কংগ্রেস ও বামেরা শিক্ষক নিয়োগে যে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে, সেটাকেই প্রধান অস্ত্র করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে তার ব্যবহার করবে। সুতরাং তৃণমূল কর্মীদের মানুষের কাছে গিয়ে বলতে হবে তাঁরা যেন বিরোধীদের এই অভিযোগ অবিশ্বাস করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলকে ভালো ফল করতে হবে— তারপরই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। সে নির্বাচনেও দল অন্য কোনও দলের সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধে একাই লড়বে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই ‘ভোকাল টনিকের’ দলের নেতা-কর্মীরা উজ্জীবিত হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্নীতির যে অভিযোগ দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিদিন উঠে আসছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই টনিক কতটা কাজ দেবে, তা সময়ই বলবে। মুখ্যমন্ত্রী দলীয় নেতা-কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বাম জমানায় ‘কালজ লিখে’ চাকরি দেওয়া হত। যাঁরা দোষী বলে অভিযে এসেছে, তা যে পর্যন্ত না আইনানুসারে প্রমাণিত না হচ্ছে, সে পর্যন্ত তাঁদের দোষী বলা যায় না। সুতরাং হতাশ হওয়ায় কিছু নেই। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলি বিরোধীদের নানাভাবে হেনস্থা করছে বলে তাঁর অভিযোগ। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীরে তিনি সম্প্রতি চিঠিও দিয়েছেন।

এখন কথা হল কালীঘাটে মমতার এই বৈঠক কতটা কাজ দেয় তাই এখন দেখার। রাজ্য বিরোধী দলগুলিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে করতে গেলে দুর্নীতিই হবে প্রধান অস্ত্র। তাঁরা তা কীভাবে ব্যবহার করবে, তার ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। তবে তৃণমূল সেই গুরুর তৃণমূল আর নেই। প্রশাসনেও দুর্নীতি এসে বাসা বেঁধেছে। টিক যেমনটা হয়েছিল বামদের তাদের পতনের আগে।



বিশারে সমবায় আন্দোলন পটনা মহকুমার সারনে সমবায় আন্দোলন সফল হয়ে উঠেছে। সেওয়ান কেন্দ্রীয় সমবায় লিমিটেডের প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট বৈঠসম্যান পত্রিকার কাছে পৌঁছেছে। গুরুত্বা খুব সাধারণ হলেও মনে হচ্ছে এই ব্যাঙ্ক সর্বসাধারণের জন্য খুবই জরুরি ভূমিকা নিতে পারবে। শহর থেকে সমবায় আন্দোলন সারনে ছড়িয়ে পড়ায় মনে হচ্ছে এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হবে। সমবায় সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই এগুলি সম্পর্কে জনগণ নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন। তাই মনে হচ্ছে যে উদ্দেশ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে তা সফল হবে।

দেশলাই মামলা

এক বাঙ্গা জাপানি দেশলাই কাঠি থেকে যে এতবড় বিপত্তি ঘটতে পারে কে জানত। মি. এডওয়ার্ড লকের ওয়েস্ট কোর্টের পরকেটে এক বাঙ্গ জাপানি দেশলাই ছিল। হঠাৎ সেগুলি ফেটে গিয়ে তাঁর ওয়েস্ট কোর্ট এবং ভেস্ট বেশ খানিকটা জ্বলে যায়। লক নিজেও এতে রোগে আঙুন হয়ে গিয়েছেন। জাপানের কনসাল জেনারেল এইচ এম মিকান্ডোর বিরুদ্ধে মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিনি একটি আবেদন জমা দিয়েছেন। আবেদনে দেশলাই কাণ্ডের ইতিহাস বর্ণনা করে লক জানিয়েছেন, এর শেষ তাঁর ৭০ টাকা দামের নতুন পোশাক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন তাঁর কী কর্তব্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তা জানতে চেয়েছেন তিনি। ম্যাজিস্ট্রেট লককে জানিয়েছেন পরামর্শ দেওয়া তাঁর কাজ নয়। লকের উচিত কোনও আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া। ক্ষতিপূরণ চাইলে লক কোনও মেডওয়ানি আদালতে যেতে পারেন

বলে ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়ে দিয়েছেন।

ক্ষয়রোগ ও নগর জীবন

গতকাল আহিরিটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের একটি বিশেষ মিটিংয়ে মি. বিটান-লেল সভাপতিত্ব করেছেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট চিকিৎসক এস কে মল্লিক নাগালিক জীবনের পরিপ্রক্ষিতে যক্ষারোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই রোগ কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে সে সম্পর্কে প্রথমে কিছু তথ্য জানান তিনি। তারপরে লন্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা এবং পেত্রোগ্রাদের মতো জনাকীর্ণ শহরে এই রোগ থেকে মৃত মানুষের সংখ্যা উল্লেখ করেন। তিনি বলেনছেন, যে আধুনিক সভ্যতা এই রোগ সৃষ্টি করেছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদগাদি করে অনেক লোকের বাস করা এবং আলোবাতাস ঢোকে না এমন ধরনের ঘরবাড়িতে বসবাসকারী লোকেরদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। তবে এই রোগ সারানো সম্ভব। এমন সব পদ্ধতি আছে যেগুলি ঠিকঠাক প্রয়োগ করলে যক্ষারোগ সারানো এবং রোগটির বিস্তার রোধ করা সম্ভব। ভারতীয় পরিবারগুলিতে এই রোগে আক্রান্তদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় না। এছাড়া চুলার পুনো রীতিনীতি মেনে চুলার ফলেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে সুবিধা হয়। তা, এস কে মল্লিক আরও বলেন, আমাদের বেশি বেশি বাতাস ও বেশি বেশি ফাঁকা জায়গা চাই। বড় বড় শহরে বড় “ফুসফুস” দরকার এবং আমাদের দরকার এমন বাড়ি যেগুলিতে আলো বাতাস চোখের ব্যবস্থা আছে। সেই সঙ্গে আমাদের দরকার কারখানায় ধুলোর পরিমাণ খায়ে অস্বস্তিকর না হয়ে ওঠে সেই ব্যবস্থা করা।

রঞ্জাবতীর জন্মদিনে

রঞ্জাবতী সরকার - ভারতের সমকালীন নৃত্যশিল্পের একজন বিশ্বয়প্রতিভা। শুধু মঞ্জুষ্ট্রী চাকি সরকারেরে বন্যা বলে নয়, বরং স্বকীয় ভাবনা ও উপস্থাপনায় একজন স্বতন্ত্র শিল্পী হিসেবেই রঞ্জাবতী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন গত



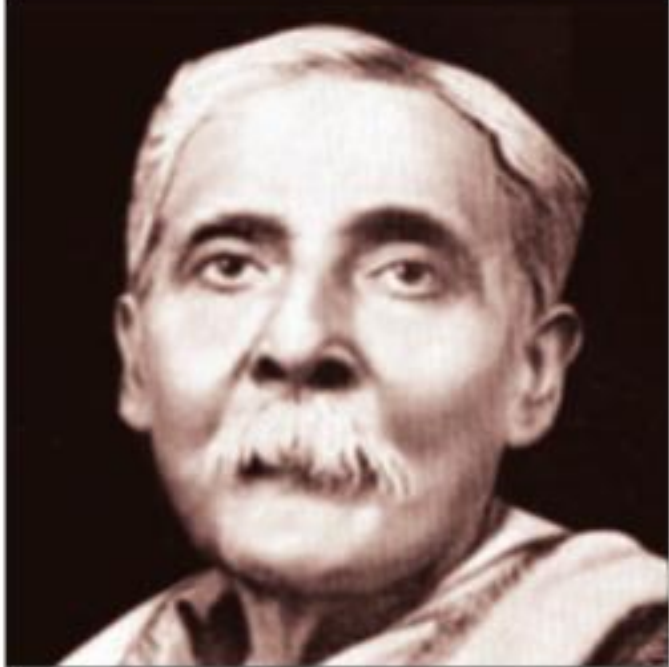
শতকের নব্বইয়ের দশকে। দর্শক ও সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে তাঁর ‘গঙ্গাবতরণ’, ‘ফেবেল ফর না গ্রাম সাভানা’, ‘কাসান্দ্রা’র মতো উপস্থাপনাগুলি।

ডাঙ্গার্স গিল্ড চার চল্লিশতম বর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে আগামী উনত্রিশে মার্চ রঞ্জাবতী সরকারের জন্মদিনে ‘তবুও উঠে দাঁড়াবে’-এর প্রথম প্রযোজনা হতে চলেছে সন্টলেকের মুক্তিকা প্রেক্ষাগৃহে, সঙ্গে সাড়ে ছটায়। একবিংশ শতকে লিপ্বেযম্য ও নিপীড়নের গল্পই বলবে ‘তবুও উঠে দাঁড়াবে।’ নতুন প্রযোজনার পাশাপাশি ডাঙ্গার্স গিল্ড সম্মানিত করতে চলেছে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত নৃত্যশিল্পী মমতাক্ষঙ্কর, সুতপা তালুকদার ও শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর রঞ্জাবতী শিরোনামে তাঁকে নিয়ে বক্তব্য রাখবেন যাদবপুত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিদ্যা বিভাগের প্রধান ড. ঐশ্রিকা চক্রবর্তী। এছাড়াও থাকবে কলকাতা সংবেদ-এর বিশেষ প্রযোজনা।

মৈমনসিংহ গীতিকা’র শতবর্ষে

মৈমনসিংহ গীতিকা একটি সংকলনগ্রন্থ যাতে ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত দশটি পালাগান লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গানগুলি প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। তবে উনিশশো তেইশ সাল থেকে বত্রিশ সালের ড.দীনেশচন্দ্র সেন (সদস্য ছবি) এই গানগুলি অন্যান্যদের সহায়তায় সংগ্রহ করেন এবং স্বীয় সংকলনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন। তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার আইখার নামে স্থানের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে এইসব গান সংগ্রহ করেছিলেন। এই মৈমনসিংহ গীতিকা বিশ্বের তেইশটি ভাষায় মুদ্রিত হয়। সেই হিসেবে এঁি খবরটি মৈমনসিংহ গীতিকার আত্মপ্রকাশের শতবর্ষ।

এই উপলক্ষে আগামী আটশ মার্চ আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে বিকেল পাঁচটায় দীনেশ-রবীন্দ্র গঞ সম্মাননা আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি চিন্তাভোষ



মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট বৌদ্ধ সাহিত্য গবেষক অভিজিৎ বজ্জা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম, ঢাকা, বাংলাদেশ-এর সদস্য রাসেদুল হাসান শেলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের আয়োজক আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটি।

অনুষ্ঠানে একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। আলোচনায় অংশ নেবেন ড. সুরেন্দ্র মিত্রে, মুনমুন চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, অভিজিত বজ্জা, বেবেদগা চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশ করা হবে।

নৃত্য সমারোহ

আইসিসিআর (কলকাতা)-এর সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল সাউথ কলকাতা নৃত্যদান -এর আয়োজনে প্রথম বর্ষের নৃত্যানুষ্ঠান নৃত্য সমারোহ। উল্লেখ্য এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল কলকাতার বিশিষ্ট ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী কিনুক মুখার্জি সিনহার হাত ধরে।

গুরুত্বই ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কিনুক মুখার্জি সিনহার পরিচালনায় সাউথ কলকাতার নৃত্যদান্নের শিল্পীরা নিবেদন করেন শিব বন্দনা ও গণপতি আবাহন। এরপরের পরে

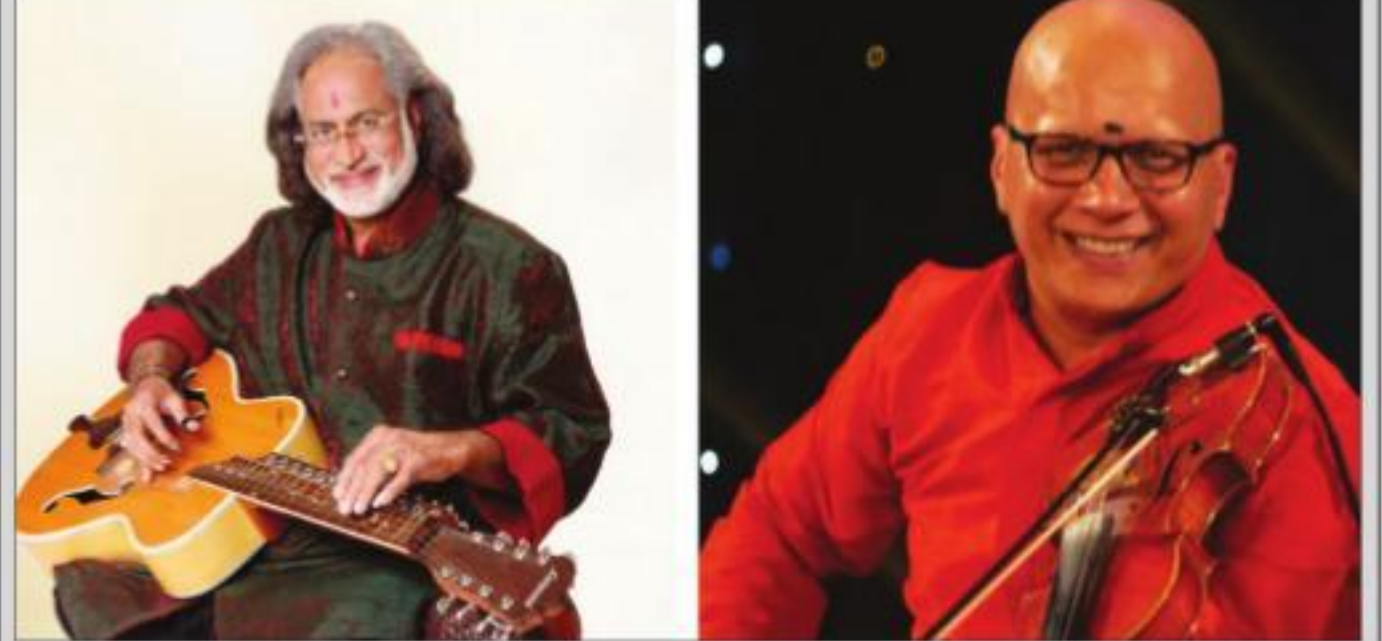
তপন গাঙ্গুলি

একটা সময় বাংলা থিয়েটার ভরে উঠেছিল বিদেশি নাটক। অনুবাদ বা রূপান্তরে কত যে আমেরিকান, ব্রিটিশ, রুশ, ফরাসি, জার্মান নাট্যকাররা আমাদের মধ্যে পদার্পণ করেছে তা শুধে শেষ করা যাবে না। সেই সময় বিদেশি নাটক, থিয়েটার এবং দেশের নাট্যকারদের নিয়ে লেখালেখি চর্চা চলত অবিরাম। আজকাল তো অনেকটাই কমে গেছে। নবীন নাট্যদল প্রেক্ষা মধুসূদন মঞ্চে তাদের নতুন নাটক মর্মকথা মঞ্চায়িত করল। মূল নাটকটি ছিল দ্য সেক্রেড ফ্রেম। নাটকটি মম লিখেছিলেন ১৯২৮ সালে। মামের আয়াজীবনী বিব্লেশ্বণ করলে জানা যায় ১৯২৭ সালে মমের স্ত্রী ডিভোর্সের ফাঁলে করেন এবং তা ১৯২৯ সালে কার্যকর হয়। এটি মমকে মানসিকভাবে খুব পীড়া দেয় এবং তিনি নতুনভাবে ভালোবাসার সংজ্ঞা নিরূপণ করেন যে বিচ্ছেদ সব কিছু শেষ হয় না... দ্য সেক্রেড ফ্রেম হোয়ান্টা এন্ড সল...

আলোচ্য নাটকটি অনুবাদ করেছেন পরিচালক চন্দ্রশেখর আচার্য নিজেই। এই নাটকে সামারসেট মনের নাটকের মূল গল্পটি বজায় রেখে সম্পূর্ণ ভারতীয় তথা বাঙালি আঙ্গিকে বর্তমান সময়ের নিরিখে কাহিনিকে এনে হাজির করেছেন চন্দ্রশেখর। যেখানে বাড়ির বড় ছেলে ভীষ্ম পাইলট, সদ্য বিবাহের পর বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর দেহের নিদ্রাধ চিরকালের জন্য অকেজো হয়ে যায়। ভীষ্ম তাঁর স্ত্রী লহরীকে অসম্ভব ভালোবাসে, এই

বঙ্গদর্পণ

অসাধারণ যুগলবন্দির মূর্ছনায় শহর মাতাবে ‘নাদ’



শীতের জড়তা কাটিয়ে বসন্ত এসে গেছে শহরে।

বাতাসে বইছে সুর। সেই সুরের তরঙ্গে ভাসতে চাইছে শহর। সেই কারণেই ভারতীয় বিদ্যাভবন আর তবলা ম্যয়েক্সে বিক্রম গত বছর থেকে আয়োজন করছেন ‘নাদ’ শিরোনামে অনুষ্ঠানের। সংস্কৃতির সঙ্গে শিল্পান্তর যেন নাড়ির যোগ। আর তাই ভারতীয় বিদ্যাভবনের তরফে জি ডি সুরঙ্গণিয়াম এবং বিক্রম ঘোষ দুজনেই চেয়েছেন কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অন্য মাত্রা পাক। ‘নাদ’ এখন সুরের উৎসব। যা এবার দ্বিতীয় বর্ষে পা রাখল। এবারের উৎসবে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিরল যুগলবন্দি সুরের মুছনায় মেতে উঠবে শহর। মার্চের চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ - পরপর তিনদিন, সঙ্গে ছটা থেকে বিড়লা সভায়ের এই উৎসব হবে। গত বছর হল উপচে পড়া অভাবনীয় সাফল্যের পরে এই উৎসবটি এবারও অন্য মাত্রা পাবে। অনুষ্ঠানটির যৌথ আয়োজক পণ্ডিত শংকর ঘোষ তবলা ফাউন্ডেশন।

শুরুতেই থাকছে ভরনাট্যম নৃত্য। বিশিষ্ট অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পী জয়া শীল ঘোষ ও তাঁর দলের শিল্পীদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হবে অণ্ডল

নৃত্যনির্মিতি। যার পরিচলনাও নৃত্যনির্মাণে রয়েছে জয়ার জয়ার গুরু



মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিনুকের নৃত্যগুরু বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ড. থাঙ্কমনি কুটি, বিশিষ্ট মণিপুরী নৃত্যশিল্পী ও গুরু কলাবতী দেবী, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, আইসিসিআর (পূর্বাঞ্চ ল)-এর আঞ্চলিক অধিকর্তা মীণাক্ষী মিশ্র প্রমুখ। আর এর পরেই ছিল বিভিন্ন নৃত্যপর্ব।

অনুষ্ঠান শুরু হয় বিশিষ্ট মোহিনীআটম শিল্পী গুরু গোপিকা বর্মার নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। সঙ্গীত নাচক পুরস্কার বিজয়ী এই নৃত্যশিল্পী পরিবেশন করেন দুটি নৃত্য



নিমিতি। প্রথমটি শিব-গণেশ-পার্বতীর একটি কাহিনি অবলম্বনে নৃত্য তৈয়ারী। অন্যটি আইগিরি নন্দিনী। দেবী দুর্গাকে স্মরণ করে এই নৃত্যনির্মিতি। পরিবেশনাওগে অননা। এরপর ওড়িশি নৃত্য পরিবেশন করেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও গুরু গজেন্দ্র পণ্ডা। প্রথমটি ছিল নবরস। রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে এই পরিবেশনাটি ছিল রাগমালিকা ও তালমালিকা আশ্রিত। সুর সংযোজনায় গুরু রামহরি দাস, সৃষ্টি করেছেন গুরু দেবপ্রসাদ দাস, নির্দেশনায় গুরু গজেন্দ্র পণ্ডা। অন্যটি ছিল নৃত্যপদ অর্ধনারীশ্বর। অনুষ্ঠানের তৃতীয় শিল্পী ছিলেন গুরু বিদ্যাবতী দেবী। তাঁর নির্বেদিত উপস্থাপনাগুলি ছিল মহাশক্তি ও বসুধা। দেবী জগদ্ধাত্রীকে উৎসর্গ করে তৈরি মহাশক্তি এই নৃত্য নিমিতিটি বেশ কয়েকটি তাল - বাণতাল, চারতাল, তালপেট ইত্যাদির আধারে তৈরি। এটি বিশ্ববতী দেবীর কোরিয়থাক্ষিতে তৈরি। অন্য নৃত্যনির্মিতিটি বেদের ভূমিসূক্ত্রম আধারে নির্মিত হয়েছে। এর কনসেপ্ট ও সুরসংযোজনায় ছিলেন বিদ্যাবতী দেবী।

এই সন্ধের চতুর্থ শিল্পী ছিলেন গুরু সন্দীপ মল্লিক। বাংলা তথা ভারতের নৃত্যশিল্পী মহলে একজন বিশিষ্ট কথক নৃত্যশিল্পী বলে বিশেষভাবে পরিচিত সন্দীপ দেবাদিবেশ শিব আবাহন মাধ্যমে সূচনা করেন। প্রথমে নাদ বন্দনা নামে নৃত্য প্রস্তুতিতে যুগ্করন ব্যবহার করে মহাদেবের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন। পরে নয় মাত্রার আধারে বসন্তকাল শিরোনামে তৈয়ারিটি দেখানেন তিনি। এরপর প্রথমফিক বেশ কিছু কথক আঙ্গিক উপস্থাপন করে দেখান। চমৎকৃত করেন নায়ক ভেদ নামে উপস্থাপনার মাধ্যমে। এরপর তৎকার ভেদে ভগবান

বিদ্ব্যী রমা বৈদনথন। এরপর থাকবে তারযন্ত্রের সুরমূছনা। গ্র্যামি পুরস্কারজয়ী পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভাট পরিবেশন করবেন মোহনবীণা। তবলা সহযোগিতায় জ্যোতির্ময় রায়চট্টোপ্ত্রী।

দ্বিতীয়দিনের অনুষ্ঠানসূচি যথেষ্ট আকর্ষণীয়। প্রথমার্ধে তবলা লহরায় থাকবেন পণ্ডিত কুমার বোস। সহ-তবলাবাদনে অরুণাক মুখার্জি। নগমা রাখবেন হিরণ্যায় মির। বিরতির পরে হিন্দুস্তানি ও কর্ণাটকী রাগসঙ্গীতের যুগলবন্দির অনুষ্ঠান। মঞ্চে একসঙ্গে বসবেন পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (সরোদ), স্কিন কুমারেশ (কর্ণাটকী বেহালা)। এই যুগলবন্দির যন্ত্র সহযোগে পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ (তবলা) এবং স্কিন এস শেখর (মৃদঙ্গম)। এই জুটির বাজনা কলকাতায় এই প্রথম।

শেষদিনের অনুষ্ঠান শুরু হবে বাম্বিকী প্রতিভা নৃত্যনাট্য পরিবেশনা দিয়ে। পরিবেশন করবেন শিল্পী অলকানন্দা রায় ও সহশিল্পীবৃন্দ। যা উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে। সমাপনলগ্নে শোনা যাবে আরেকটি যুগলবন্দির অনুষ্ঠান। সরোদ পরিবেশন করবেন পণ্ডিত দেবজ্যোতি বোস। বাঁশিতে পণ্ডিত রণু মজুমদার। এঁদের সঙ্গে তৎকাল্য ছদ্দ রাখবেন পণ্ডিত তন্ময় বোস।

সমগ্র অনুষ্ঠানে দুটি অভিনব যুগলবন্দির শ্রোতাদের কাছে এই অনন্য প্রাপ্তি হয়ে উঠবে। যেখানে সুর-তাল-ছন্দ নিজেদের জরিয়ে নিতে পারবেন শ্রোতারা। নাদ উৎসবের আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় হল এক মঞ্চে কুমার বোস, বিক্রম ঘোষ, তন্ময় বোস-এই তিন দিকপালের তবলাবাদনের শ্রুতি।

নিমিতি। প্রথমটি শিব-গণেশ-পার্বতীর একটি কাহিনি অবলম্বনে নৃত্য তৈয়ারী। অন্যটি আইগিরি নন্দিনী। দেবী দুর্গাকে স্মরণ করে এই নৃত্যনির্মিতি। পরিবেশনাওগে অননা। এরপর ওড়িশি নৃত্য পরিবেশন করেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও গুরু গজেন্দ্র পণ্ডা। প্রথমটি ছিল নবরস। রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে এই পরিবেশনাটি ছিল রাগমালিকা ও তালমালিকা আশ্রিত। সুর সংযোজনায় গুরু রামহরি দাস, সৃষ্টি করেছেন গুরু দেবপ্রসাদ দাস, নির্দেশনায় গুরু গজেন্দ্র পণ্ডা। অন্যটি ছিল নৃত্যপদ অর্ধনারীশ্বর। অনুষ্ঠানের তৃতীয় শিল্পী ছিলেন গুরু বিদ্যাবতী দেবী। তাঁর নির্বেদিত উপস্থাপনাগুলি ছিল মহাশক্তি ও বসুধা। দেবী জগদ্ধাত্রীকে উৎসর্গ করে তৈরি মহাশক্তি এই নৃত্য নিমিতিটি বেশ কয়েকটি তাল - বাণতাল, চারতাল, তালপেট ইত্যাদির আধারে তৈরি। এটি বিশ্ববতী দেবীর কোরিয়থাক্ষিতে তৈরি। অন্য নৃত্যনির্মিতিটি বেদের ভূমিসূক্ত্রম আধারে নির্মিত হয়েছে। এর কনসেপ্ট ও সুরসংযোজনায় ছিলেন বিদ্যাবতী দেবী।

এই সন্ধের চতুর্থ শিল্পী ছিলেন গুরু সন্দীপ মল্লিক। বাংলা তথা ভারতের নৃত্যশিল্পী মহলে একজন বিশিষ্ট কথক নৃত্যশিল্পী বলে বিশেষভাবে পরিচিত সন্দীপ দেবাদিবেশ শিব আবাহন মাধ্যমে সূচনা করেন। প্রথমে নাদ বন্দনা নামে নৃত্য প্রস্তুতিতে যুগ্করন ব্যবহার করে মহাদেবের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন। পরে নয় মাত্রার আধারে বসন্তকাল শিরোনামে তৈয়ারিটি দেখানেন তিনি। এরপর প্রথমফিক বেশ কিছু কথক আঙ্গিক উপস্থাপন করে দেখান। চমৎকৃত করেন নায়ক ভেদ নামে উপস্থাপনার মাধ্যমে। এরপর তৎকার ভেদে ভগবান

শ্রীরাম, রাবণ, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ ইত্যাদি চরিত্রদের ফুটিয়ে তোলেন। আর নজরুল গীতি — সাজিয়াশ্বে যোগী সহযোগে নৃত্য পরিবেশনায় ওই পর্ব সমাপ্ত হয়।

সন্ধের শেষ নৃত্যশিল্পী ছিলেন গুরু রাজদীপ ব্যানার্জি। তিনি ভরতনাট্যম নৃত্যশৈলীর আধারে উপস্থাপনা করেন মীরার ভজন (আদি তাল), পূর্ববী ভিল্লানা (রূপকম তাল)। যা স্বাভাবিকভাবেই দর্শকদের মন জয় করে নেয়।

বিনোদিনী অপেরা

বদরঙ্গমঞ্চে বিনোদিনী এক ঐতিহাসিক চরিত্র। উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে এই একশ শতকেও যে চরিত্র অভিনয় নিয়ে উৎসাহেরে অস্ত নেই। সে যুগের নন্দ্যার পক্ষে নিজের প্রতিভা পদ্ম বিকশিত হয়েছিল এই চরিত্রের মাধ্যমে। যার সৌভ ভ নিতে দ্বিধা করেননি সমাজ।

তাই এখনও বিনোদিনীকে নিয়ে একাধিক প্রযোজনা হয়েছে। অবশ্তী চক্রবর্তীর নির্দেশনায় বিনোদিনী অপেরা মঞ্চ হ় হতে চলেছে আগামী ছাব্বিশ মার্চ, সাড়ে ছটায়, রবীন্দ্রসদনে। নির্দেশক জানানেন, বিনোদিনীকে নিয়ে কাজ করা হয়নি। দীর্ঘ গবেষণায় খুঁজেছি তাঁকে প্রকাশের নাট্যভাষা। রাসবিহারী শৈলুধিক আয়োজিত দু্দিদের নাট্যোগৎসবে (পেচিশ ও ছাব্বিশ মার্চ) দেখা যাবে এই নাটক। যেখানে বিনোদিনীর নাম ভূমিকায় দেখা যাবে সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে।

সুমন্ত’র তুলি

জীবনের মাত্র কয়েকটা মাত্র সিঁড়র ধাপ পেরিয়ে মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেলেন শিল্পী সুমন্ত দে। পড়ে রইল কং-তুলি, প্যালেট, ক্যানভাস আর ছবি আঁকার কাগজ। সুমন্ত এখন নিজেই ছবি। দীপক এবং সাধনাদের একমাত্র সন্তান সুমন্ত ছিলেন জনপ্রিয় প্রতিভাধর নবীন প্রজন্মের এক শিল্পী। তাঁর নির্মণকল্পের দক্ষতা সবসময় প্রশংসিত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন এই শিল্পী। তাঁর মৃত্যু হাসপাতালের চূড়ান্ত অব্যবস্থার জন্য। একধা জানিয়েছেন শিল্পীর পরিবার, তার সহশিল্পী, বন্ধু বান্ধব।

শিল্পী সুমন্ত দে-এর কাজ নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা



হয়েছিল আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস -এর সেন্ট্রাল গ্যালারিতে। গত চোদ্দ মার্চ থেকে। আজ এই প্রদর্শনীর সমাপ্তি দিবস। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সঞ্জয় ভোমিকের এই উদ্যোগের পাশে থেকেছেন প্রয়াত শিল্পীর বন্ধুবর্গ এবং তাঁর পরিবার। বিভিন্ন মাধ্যমে কাজে পারদর্শী এই তরুণ শিল্পীর কাজ দেখার উৎসাহ ছিল সকলের মধ্যে।

মনোরম সন্ধ্যা

শ্যামবাজারের সোরাম হলে ২৭ ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল আর্টিস্ট অ্যান্ড রাইটার্স ফোরামের ৯৪-তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। বিশিষ্ট গুণীজনের মিলিত এক মনোরম সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হল। উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট কবি ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিলি দাস, নৃত্যশিল্পী মোঁপ্রিয়া পাত্র, কৃষাণ মউজিক সিস্টেমের কণ্ঠধার তথা ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণা পাঁচা, সংস্থার সেক্রেটারি ও রাজ্যপালের থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত ডা.



কৃষ্ণ দূত ও সহকারী সম্পাদিকা শুভা মুখার্জি ও বুলুরানি, কৃষ্ণ সাহা, কোষাধ্যক্ষ শুভ শাস্ত্রী, প্রাক্তন বিচারপতি সুজিত কুমার দাস, আইনজীবী দ্বিঞ্জে চ্যাট্টিজ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের কণ্ঠধার ডা. কৃষ্ণ দূত জানান, সঙ্গীত ও যন্ত্রশিল্পী সহ প্রায় ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন পারমিতা সরকার।

চড়াম চড়াম

চড়াম চড়াম বাদি ঢাকের, সঙ্গে নকুলদান, সুঁটিয়ে সবে করবে লাল, আটকে যাবে তানা। দাদার কথায় সুবেদীয়-বোমের লক্ষ্যে পুলিশ, বাতাস মগজে যায় কম তাই, স্টান আকুল্লি। মোটা ভুরু, মস্ত গোঁফ, মাথায় ঠাসা চুল ভোঁটের গণিতে ধুনতে তুলো, হয় না দাদার ভুল। হঠাৎ করে কোঁটের গুঁতোয়, উন্টে গেল পাশা, সাদা চুলের শ্রীঘর হতে, বেল পাখির আশা। অতুল কীর্তি রাখলো দাদা, বীর-ভূমির ধুলে, অধীশ্বরের উখানোতে, ক্ষমতাময়ী মূলে। আরগতোর শুভ ছিল, উন্নয়নের ভোর, সিবিআই বলছে নেতা- ছিলেন ‘গরু চোর’।

—প্রীতম কাক্সিলাল

নিয়ে বিতর্ক উঠেইই পারে। পরিচালক চন্দ্রশেখর আচার্যের মনশীলতা নিয়ে কেনও বিতর্ক উঠবে না। এই মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলারটিকে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে সাজিয়েছেন তিনি। এর নির্বৃত্ত সংলাপ ও কম্পোজিশন দর্শককে বাধা করে আসনে টানটান হয়ে বসে থাকতে। এই নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীরা বুদ্ধিদীপ্ত মননসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। প্রত্যেকে সফলতার সঙ্গে এই কাজ করেছেন। বিশেষ করে লহরী চরিত্রে সুরতা সাহা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চরিত্রটির দ্বিমাত্রিক রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সঙ্গে সমানে পাঞ্জা দিয়ে নার্জের চরিত্রে অভিনয় করে গেছেন মথুয়া ব্যানার্জি (জাহ্নবী)। একটি দৃশ্যে এঁদের যুগলবন্দি মুগ্ধ করে। অর্ক চরিত্রে কুমার সঞ্জয় তাঁর অভিনয়ে ছাপ রেখেছেন। তাছাড়াও মনে দাগ রেখে যায় ভীষ্মদর্শী প্রলয় কুমার। যোগ্য মাত্রের চরিত্রে বুলবুল শাক, ডাক্তারের ভূমিকায় প্রশান্ত দত্ত ও বোবা ভূতোর চরিত্রে সৌমেন দাস। প্রত্যেকের অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। বাম্বীকি চরিত্রে মানস চক্রবর্তীর অভিনয় উল্লেখ না করলে এই প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পরিচালকের মঞ্চভাবনার সার্থক রূপদান করেছেন অজিত রায়। সৈকত মাহা আলোক সম্প্রা়ে বিভিন্ন মুহূর্তকে অর্থবহ করে তুলেছেন এবং রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যা এই প্রযোজনার জন্য খুবই জরুরি ছিল। তার সঙ্গে পাঞ্জা দিয়ে রাজা ব্যানার্জি আবহ প্রক্ষেপণ করেছেন। রাজা ও সৈকতের যুগলবন্দি এ নাটকের অমূল্য সম্পদ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অতিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

খবরের সাত সতেরো

মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রামের
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুলিতে
নির্মল বিদ্যালয়ের পুরস্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১৯ মার্চ— গ্রামের অধিকাংশ মানুষ শ্রমিক কেটে রাজমিস্ত্রি। কেউবা জমিতে কাজ করেন। রাজমিস্ত্রির মধ্যে আবার অনেকের কাজের খোঁজে ভিন্ন রাজ্যে গিয়ে এখন সেখানেই থাকেন। উৎসবের ছুটিতে বাড়িতে আসেন। শিক্ষিত মানুষ হাতে গুনে কয়েককেন। গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে আসে পরিবায়ী শ্রমিকের ছেলে-মেয়েরা। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের ডিজিটাল ক্লাসে মুগ্ধ পড়ুয়ারের দেখে বোবার উয়ান নেই, তারা আর্থ-সামাজিকভাবে এখনও পিছিয়ে থাকা একটি গ্রামের বাসিন্দা। শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা একটি গ্রামের আগামী প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়ে উঠলে যে বিদ্যালয়ে, মুন্সিবাবারে সারগাছি চকরে সেই সরলাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুলিতেই গিয়েছে নির্মল বিদ্যালয়ের পুরস্কৃত। বিদ্যালয়টি খানার মহলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন।



সরলাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারপাশটা অনেকটা ছবির মতো। চারিদিকে তালগাছের সারি। মাঝে মাঝে ফুলের গাছ। রঙ-বেরঙের কল ফুলেছে (সোনে)। একপাশে বড়ো পাড় বাঁধানো পুকুর কিছুটা দূরে বিদ্যালয় দিষ্টল ভবন। চারটি সমাজিক ক্রীড়া মাঠ। বারান্দার দেওয়ালেও শিশুদের উদ্দেশ্যে গিলি ছবি আঁকা। সামনে খুন্দের খেলার জায়গা। পুরাকান-পরিচ্ছন্ন গাওয়ার জায়গা। খুন্দের নির্দিষ্ট জায়গায় হাত ধুয়ে সারি সারি মিড-হে মিল যেতে বনে। পান করে পরিপুষ্ট পানীয় জল। পরিবেশ বান্ধব বিদ্যালয় বলতে যা বোঝায় এক কথাই তাই। বিদ্যালয়ে ৩০৭ জন পুছরা। শিক্ষক-শিক্ষিকা ৬ জন। প্রধান শিক্ষক আবু হুসাইন। রিষাস ছাড়াও বাকি ৫৮জন শিক্ষক-শিক্ষিকা হলেন সাইলুল রহমান, তৌফিক জামাল, অনিন্দিতা সরকার, প্রকাশ দেও আরু হেনা মুস্তাফা কামাল। বিদ্যালয়টিকে আজকের জায়গা

নিজে যেতে প্রত্যন্তের অদান অনস্বীকার্য হলেও, গ্রামেরই ছেলে সাইদুল ইসলামের কঠোর প্রচেষ্টায়কারী কাজ বলাজে হসবে মানুয। প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষক হিসাবে যোগ দিলেও, পরে স্বকায়ী শিক্ষক হিসাবে পাকাশপাতিভাবে এই বিদ্যালয়ে নিজেজর কর্ম জীবন শুরু করেন তিনি। গ্রামের মানুষেরে কথায়, বিদ্যালয়ের অবসরপরে প্রধানশিক্ষক অঙ্জন প্রামাণিকের সঙ্গে নিয়ে দিরাওত এক করে বিদ্যালয়টিকে নিজেহ হাতে সাজিয়েছেন। এই শিক্ষকটি। স্বভাবতেই বুবার বহরমপুর কলেজটেরে ক্লাব অভ্যন্তরীণে সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্দেশ্যে যখন নির্বাণ বিদ্যালয়ের পুষ্কারবর তাদের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন অপর্যাপ্তকারী, তখন চোখে কোশে জল চিক চিক করে ওঠে সাইদুল ইসলামের।

প্রধানশিক্ষক আবু রাইহান বিশ্বাস বলেন, 'এখনও যোভাবে
অনেক দূর যেতে হবে আমাদের। পাড় বাঁধানো মধ্য দিয়ে
পুকুর থাকলেও, প্রয়োজন গার্ড ওয়ালের। সেই আমিও
আবেদন করেছি বেলডাঙ্গা ১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষায়ত

আছে। গার্ড খোলা হয়ে গেলেই আছে অথবা সুন্দর বাগান, কিংমে গাছের ডাউনহিফ, পুকুর, কাক তাকি করার। তবে চার খবর আগে স্থানীয় গ্রামাঞ্চলেরে থেকে পুকুর পাড় বঁধিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক গ্রামেই সাইলুল ইসলাম বাবু বাকি সহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রচেষ্টায় ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ করতে পেরেছিল। সেখানে প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রীদের ডিজিট মাধ্যমে বিলায় ভিত্তিক পড়ানো হয়। সেজন্য বিদ্যালয়ে ওয়ারী কফিয়ে ব্যবস্থাও করেছিল। মন্ডলা ২ গ্রামাঞ্চলেরেই মধ্যে একদিন আমাদের বিদ্যালয়েরই এই ব্যবস্থা রয়েছে।' সাইলুল ইসলাম আবার বলেন, শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা মানুষ পাড়া গ্রামে প্রায় তিন হাজার মন্ডলা বাস করেন। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি বাড়ির ছেলে-মেয়েরা যাতে শিক্ষার আলো পায়। তারা যার যা দিয়ে নিজের পায়ে নিজেরা পাঁড়তে পারবে। খেঁজে যেন তাদের উদ্ভার করে।

বিদ্যালয়টি নির্মল বিদ্যালয়ের পুরস্কার
 মুক্তি সাধারণ চক্রের অবর বিদ্যালয়
 'মুখি' সাধারণ। তিনি বলেন, 'এখন বেশ
 যখন আদর্শে কাজটি নির্মল বিদ্যালয়
 ওয়ায় বিষয়ে। নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর
 এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই
 এই বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একবারে
 থাকায়, এই বিদ্যালয়টি নির্বাচিত
 মূল খুব খুশি এবং আনন্দিত। যেহেতু
 এক-কক্ষিকা বিদ্যালয়টি জন্য অল্প
 কর করে, তা অত্যন্ত দৃষ্টান্তগুলোর
 বা গ্রামের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের
 অন্তর্গত মেহে বড় কাজ তুলছেন, তাতে
 অনেক বড় কাজ তাড়ি। এই গ্রামটি
 অনেক কাজ নিয়ে যাবে।

শিক্ষার মধ্যে দিয়ে নিজের পায়ে নিজেরা পাড়তে পারেন। কাজের খোঁজে যেন তাদের ভিন্ন রাজ্যে যেতে না হয়। সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যেই এগোচ্ছিল তারা। একদিন নিশ্যইই সফল হবে।
এই বিদ্যালয়টি নির্মল বিদ্যালয়ের পুরস্কার পাওয়ায়, খুশি সারগাছি চক্করে অবর বিদ্যালয় পরিষ্কার অমৃত বাঞ্চা। তিনি বলেন, 'এবজ্ঞ বেশ কিছু বিদ্যালয় আবেদন করেছিল নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার পাওয়ার বিষয়ে। নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই বিষয়গুলি এই বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একেবারে উপযোগী থাকায়, এই বিদ্যালয়টি নির্বাচিত হয়েছে। আমি খুব খুশি এবং আনন্দিত। যেভাবে প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যালয়টির জন্য অন্তর থেকে কাজ গ্রহণের, তা অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক। যেভাবে তারা প্রেমের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে সন্তান স্নেহে বেড়ে কানে তুলছেন, তাতে আমিও বিশ্বাস করি খুব তাড়াতাড়ি এই গ্রামটি শিক্ষায় আরও অনেক এগিয়ে যাবে।'

সবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে
চিকিৎসাধীন রোগীদের হাতে ফল তুলে
দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভূঁইয়া

নিজস্ব স্বাবদানতা, পশ্চিম মেদিনীপুরে ১০ মার্চ রবিবার শব্দ প্রবাহে ৮ নম্বর সার্কেলের প্রবাহের কুণ্ডল গ্রামের শিবায় মন্দিরে পুজো দিয়ে দিল্লির সুসংস্থা কর্মসূচি শুরু করেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভূঁইসা। সেখানে থেকে তিনি রাজ্যে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগী দেখা কথা বলেন এবং ডাক্তার ও নার্সদের সঙ্গে বৈঠক হা। সেই সঙ্গে তিনি উই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসারী সন রোগীদের হাতে হস্ত তুলে দেন। অনেক রোগী মন তাদের সমস্যার কথা জানান। আরো বেশি করে সে দেওয়ায় তারা পক্ষ থেকে মন্দিরে কাছে শিব জানানো। সেখান থেকে রেভিউর পূরণে কর্মীদের সঙ্গে মন ভোজন করেন। তারপর ৮ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত কাগায় যিনি তিনি পঞ্চায়েত কর্মচারী, পঞ্চায়েত সদস্য, শা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে মিলি হন। রুইনান গ্রামে এ দলীয় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সেই সভায় রাজ্যের ডাক্তার মানস ভূঁইয়া ভিত্তির তাভাবে দলীয় কর্মী কাগায় কাজ করে হতে া তিনি তার বক্তব্যের মা তুলে দেন। রবিবার রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভূঁইসা ছিলেন প্রাক্তন বিলায়ক গীতা ভূঁইয়া, জেলা তুত কর্মসূচির নেতা বাবশ রঞ্জন ভূঁইয়া, ব্রক সভাপতি কালিান বাবু, তরুণ মিশ্র, নির্মলাসুতরক, বাবল বেরা, া মন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হাজরা বিবিস তামুলক কর্মসূচির কর্মী ও নেতৃবৃন্দ।



মন্তেশ্বরের বাঘাসন গ্রামে
রাধাগোবিন্দর নাম সংকীৰ্তন

নাজিম স্বাম্যদান্দাতা, প্রধান, ১৯ মাঠ – শতাব্দী প্রাচীন মহা দিলের গ্রামা বাৎসরিক মহাপ্রভুর সঙ্গে মেতে উঠলে মস্তেস্তের বাবাস গ্রামের মাযুজ্ঞানো। বাবাস গ্রামের বাবাসি তথা ২৪ প্রহর হরিনাম সঙ্কীর্তন উৎসবের কর্কট মঙ্গল বিদ, ধলয় নন্দীরা জোনে গ্রামের প্রায় কয়েকশ বছরের আগে এই গ্রামে মহামারী ও কলেরো রোগের প্রাদুর্ভাৱ দেখা দিলেছিল সেই সময় গ্রামের অনেক মানুষজন মারা যাচ্ছিল, তাই ফলে গ্রামের মানুষজন একত্রিত হয়ে দৈন্যতা দেখে এই মহামারী আটকাতে সেই সময় বাবাস গ্রামে হরিনাম সঙ্কীর্তন এই মাধ্য দিয়ে ২৪ প্রহর আত্ম কল্যাণ সেই থেকেই হরিনাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে এই বাবাস গ্রামে ২৪ প্রহর হয়ে আসছে। প্রত্যেক বছরের চৈত্র মাসের প্রথম দিন থেকে আগুয় হয় এই ২৪ প্রহর, চলে চার দিন পরে এই ২৪ প্রহর ১৪ বছরে পদার্পণ করল। এটা গ্রামের একটা বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে বলে গ্রামে কর্কটকীরা। কৃষ্ণভক্ত, মালসাওয়া ও আষা হরিনাম মাধ্য দিয়েরো পোড়ায় পোড়ায় আগুয় গুণ মানুষজনা হরিনাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে আরি মেলতে মেলতে গোটা গ্রাম পত্রিকা মারা। তাই দুই বছর করোনা প্রভাবে পূজা সেইভাবে না হওয়ায়, এই বছর আনন্দে উৎসাহে ২৪ প্রহর উৎসবকে গ্রামে বাসে মেলা ও প্রত্যেক বাড়িতে আখ্যা-সজ্ঞন ভরে উঠেছে। ২৪ প্রহর উৎসব রাত্রিভের প্রত্যেকদিন আলাদা আলাদা ভাবেবালা লোকসম্মুতি হারিয়ে যাওয়া দ্রাবিতে, বাউল গান, নানান সঙ্কীর্তনোনের মধ্য দিয়ে দিন হার এই উৎসব অন্তহীন হয়।

দিগসুইয়ে পঞ্চম
দোল উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিষ্ঠা – নামাবলীতে
 ঐতিহ্যবাহী সীতানন্দ দাস গুরুদেবের
 দেবের গুরুদেব পরমপূজ্যাদাশ দাশরথিগোত্র
 গুরুদেবের আবির্ভাব বিসম ঔল্লাসের
 হোলি জেলার দিগমুখী গ্রামের সাধু
 সমন্বিতে ৩ মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল
 নামাবলী, নাম, ভাগবত পাঠ, লীলালীলা
 কীর্তন, ঠাকুর কথা, লীলা দান ইত্যাদি
 অনুষ্ঠান। ১২ মার্চ পঞ্চম দোলের দিন
 মহানন্দা অনুষ্ঠিত হয়। এই গুরুদেবের
 উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, এখানকার
 গোয়াল ঘরে গুরুদেব বিদ্যাপতি
 যোগেশ্বরকে ভাবানন্দে দ্বন্দ্বপন্থ দর্শন
 করান গুরুদান্য। এই ঘটনা উপলক্ষ্যে
 করে কয়েক দিনের জন্য দিগমুখী গ্রামটিতে
 একে অর্থীক্ষণে পরিণত হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি— হাওড়ার একই জানা এলাকায় পরপর দুদিন দুটি অম্বাভাঙ্কির মতুর ঘটনা। দুটি ঘটনারই তদন্ত করছে পুলিশ। হাওড়ার চাটাজীওঁখা এলাকায় এক বৃদ্ধের বালুত খননে উদ্ধার হয়ে। পুলিশ সন্দেহ জানা গিয়েছে বৃদ্ধের নাম নির্মল দত্ত। অবিরোধেই বৃদ্ধ বাড়িতে একাই থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। প্রতিবেশী পুলিশ জানা গিয়েছে, ৬২ বছর বয়স্ক নির্মলকে বেশ কিছুদিন ধরে বাড়ির বাইরে বেরোতে দেননি। কেউ রবিবার নির্মলের এক আত্মীয় তার সঙ্গে দেখা করতে আনেন। কোডাকির পরেও নির্মলের কোন সন্ধান না পেয়ে তিনি স্থানীয় পেসে ডেকে আনেন। খবর যান পুলিশে।

পুলিশ এসে বৃদ্ধের বুলন্ড দেহ উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্ত নেমেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের ধারণা মানসিক অস্বাভাবিকের আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। শনিবারে আরেক বৃদ্ধের পাচগালা দেহ উদ্ধার হয়েছে ওই থানা এলাকাতে। মৃতের নাম প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৪)। তিনি চ্যাটার্জীহাট এলাকার গুলাবিহত লেনের বাসিন্দা ছিলেন। এদিন প্রতাপের বাড়িঘর ভেঙে থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হতে দেখেন স্থানীয় পুলিশদার। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। চ্যাটার্জীহাট থানার পুলিশ ঘনোহরুলে পৌঁছে ঘরের দরজা ভেঙে দেখতে পায়, সোফার উপরে উপুর হয়ে পড়ে রয়েছে প্রতাপের পাচগালা দেহ। স্থানীয় বঙ্গ জাণা গিয়েছে ওই বৃদ্ধ বাড়িতে একাই থাকতেন। বেশ কয়েকদিন আগে তাকে বাজার থেকে ফিরতে দেখা গিয়েছিল। তারপর তাকে আরা কেউ দেখেনি। দুটি ঘটনায়ই পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।



পশ্চিম মধ্য রেলওয়ে-তে নন-ইন্টারলিংক কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

পশ্চিম মধ্য রেলওয়ের প্রধান পথ ডিভিশনে কান্টিন-সিগ্লেটলি শাখার নিওয়ায়া রোড-গোলাসভি-নুসাইয়াওয়া-সরির মধ্য স্টেশনে ২১ থেকে ২২.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত যি নন-ইন্টারলিংক ও নন-ইন্টারলিংক কাজের জন্য, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি পথ পরিবর্তন করবে:—

- ১৩০২২ (যাত্রা শুরু তারিখ ২০.০৩.২০২৩) / ১৩০২৬ (যাত্রা শুরু তারিখ ২২.০৩.২০২৩) হাওড়া-কুল্লা-হাওড়া এক্সপ্রেস পথ পরিবর্তন করে উত্তর অক্ষিমুখে গারওয়া রোড-পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়-প্রয়াগরাজ ছিওকি-কান্টিন মুক্তগোয়া হয়ে চলেবে।
- ১৯৪১৩ (যাত্রা শুরু তারিখ ২২.০৩.২০২৩) / ১৯৪১৪ (যাত্রা শুরু তারিখ ২১.০৩.২০২৩) আমোদাসা-কলকাতা-আমোদাসা এক্সপ্রেস এবং
- ১৯৩০৭ (যাত্রা শুরু তারিখ ২১.০৩.২০২৩) / ১৯৩০৮ (যাত্রা শুরু তারিখ ২০.০৩.২০২৩) কলকাতা-মদারা ডংশন-কলকাতা এক্সপ্রেস পথ পরিবর্তন করে উত্তর অক্ষিমুখে কান্টিন মুক্তগোয়া-প্রয়াগরাজ ছিওকি-পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়-গারওয়া রোড হয়ে চলেবে। অঙ্গুণ্যের জন্য দুইটি।

চিক প্যাসেঞ্জার ট্রাফিক অপারেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অসহায় কর্মকর্তা:  @EasternRailway  @easternrailwayheadquarter



রবিবার ডিএ'র দাবিতে যৌথ মঞ্চে ডাকে সরকারি কর্মচারীদের মিছিল হয় শিয়ালদহ ও হাওড়া থেকে।

মেদিনীপুর আদালতে
কর্মচারীদের প্রথম
বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯ মার্চ— রবিবার আদালত কর্মচারীদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে উঠে এলো কর্মী নিয়েগাছেরে ডি এ দেওয়া সব বিভিন্ন দাবি। মেদিনীপুর জেলা আদালত এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দুই শতাধিক প্রতিনিধি। জেলা আদালত ছাড়াও খড়গপুর, দাঁতন, গড়বেতা, ঘাটাল আদালতের কর্মীরা অংশ নেন। রাজ্য সভাপতি পথ প্রথমে দাস, জেলা সভাপতি অমৃতেন্দু উপাচার্য, সহ সভাপতি শেখ শাহজাদা আদপ্তর ছিলেন। ওই সম্মেলনে আদালত কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন সম্মেলনে উপস্থিত সংগঠনের নেতৃত্বদ্বারা। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পার্থপ্রদীপ দাস বলেন আদালত কর্মচারীদের যে সব দাবি গুলি রয়েছে সেই দাবিগুলি প্রতিয়েই দক্ষ সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আদালত কর্মচারীরা যাতে কার্যতাবেই বঞ্চিত না হয় সেদিকেও সংগঠনের পক্ষ থেকে নজর রাখা হয়েছে। ওই সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরাও তাদের দাবিগুলি বক্তৃচরার মাধ্যমে তুলে ধরেন।

ফুরফুরা শরিফে এবার
নতুন উন্নয়ন ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি – সাগরদিঘি উপনির্বাহনে ফলাফলের পরপরই ফুরফুরে শরিফ উন্নয়ন পর্যদে চোয়োরামান বলল করেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী মোদে বন্দ্যোপাধ্যায়। এত দিন পর্যদের কাজকর্ম শ্রীরামপুরের দফতর থেকে পরিচালনা হচ্ছেও এ বাব ফুরফুরা শরিফেই উদ্ভাৱন হবে নতুন দফতরকে যদিও নতুন ভবনের সঙ্গে সাগরদিঘির ফলাফলের কোনও সম্পর্ক মানা না। শাকদান তুমুল। ডিম্বেষ, ২০১১ সালে রাফাজ ক্ষমতায় আসা পরেই হুগলি জেলার ফুরফুরা শরিফের জন্য উন্নয়ন পর্দা তৈরি করেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়েই পর্যদের অধিকাংশ কাজ হয়েছিল শ্রীরাপুরে। সেই অফিসে বসে কথাও দায়িত্ব সামলেছেন শ্রীরামপুরের সংসদ লোক বন্দ্যোপাধ্যায়, কথাও জেলাশাসক, ককন ও বাবাব বিরহদা হকিম। সম্প্রতি কিংবাহতের থেকে পর্যদ চোয়োরামানে দায়িত্ব মমতা তুলে দিয়েছে আদি সপ্তগ্রামেরে প্রবীণ বিধায়ক তপদ দাসওগুতোর তাজ। তিনি দায়িত্ব দেওয়ার পর, ফুরফুরা শরিফ নতুন অফিসবাড়ি তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করে ফেলার ভেতরোজ্ঞ শুকু হয়ে যায়। তবে দ্রুত কাজ এগোনোর সঙ্গে সাগরদিঘির নির্বাচনী থাকা ‘সংখ্যালয়’ মন ফেরানোর চেষ্টার কোনও সম্পর্কের সন্ধাননা উড়ি। দিচ্ছে শাকদানদের নেতারা। বিধায়ক তথা পর্যদ চোয়োরামান তপনে কথায়, ‘অনেক আগে থেকেই পরিকল্পনা হয়ে ছিল। কাজও শুকু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে। সে সঙ্গে ভাটের হিসেব জোড়া অর্থনি ফুরফুরা শরিফ গ্রাম পঞ্চায়েত দফতরের পাশেই তৈরি হচ্ছে নতুন ভবন নির্মাণকাজ প্রায় শেষ। আগামী ৪ মার্চ পর্যদের বৈঠকে নতুন দফতরে উদ্ভাৱন নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে। এবারই তপনের বক্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রী আমাকে উন্নয়ন পর্যদের চোয়োরামানের দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই আমা প্রাথমিক লক্ষ্য ফুরফুরা শরিফের উন্নয়ন। নতুন অফিস তৈরি হয়ে গেলে সেখান থেকে কাজকর্ম পরিচালনা করতে অনেক সুবিধা হবে। শ্রীরামপুরের অফিসটিও রেখে দেওয়া হচ্ছে। যে হেতু প্রশাসনিক দফতর ও বিভাগ শ্রীরাপুরের কাছাকাছি, তাই সেখান থেকেও উন্নয়ন পর্যদের অর্জন কাজকর্ম হবে।’

**RAMPUR AOARSHA
COLLEGE OF EDUCATION**
Arkhalai - Amdanga,
North 24 PGS

Application are invited from
the suitable candidates
having the requisite
qualification as per the
latest norms of NCTE for the
post of :-

D.EL.ED
Head of the Department
(H.O.D) & Assistant
Professor of Foundation
Language, Science &
Social Science

B.ED
PRINCIPAL &
ASSISTANT PROFESSORS
of
Bengali, English, Sanskrit,
Mathematics, Life Science,
Physical Science, Computer
Science, History, Education,
Geography, Music, Political
Science, Commerce, Hindi.

Experience and
Qualification as per NCTE
norms.

Send your CV:
Secrtary.race@gmail.com
(Within 7 days)

[illegible]

এই দেশ... অন্য ভাবনা... অন্য ভুবন

(পর্ব-৩)

নিত্যানন্দ প্রভু ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে আবির্ভূত হন। এখন একচক্রা গ্রামের নাম বীরচন্দ্রপুর। বর্তমানে এটি মল্লারপুর থানার অধীন। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র পিতৃ-জন্মভূমি দর্শনের জন্য একচক্রা গ্রামে এসেছিলেন। তখন তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান করে মহামহোৎসব করেছিলেন। শেষে সেই স্থানের নাম রাখলেন বীরচন্দ্রপুর। তবে আজও বৈষ্ণব সমাজে বীরচন্দ্রপুর ‘একচক্রা ধাম’ হিসাবে পরিচিত।

একচক্রা ধামে আছে নিতাই বাড়ি। বর্তমানে নিতাই বাড়িতে আছে সুদৃশ্য বৃহৎ মন্দির। সেখানে গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ বর্তমান। সেখানে আছে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সূতিকাগৃহ,সূতিকাগৃহের পাশে প্রভুর যষ্টীপূজার স্থান, আছে নিতাই কুণ্ড , হাড়াই পণ্ডিত ভবন, বিশ্বরূপ তলা।

নিত্যানন্দ প্রভুর মায়ের নাম পদাবতী এবং বাবার নাম হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ো ওঝা শান্তিলা গোত্রের রাঢ়ী শ্রেরীরা ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ব নাম কুবের। নিত্যানন্দ বাল্যকালে, মাত্র ১২ বছর বয়সে সম্যাস নেন। অন্যান্য মতে তিনি ১৪ বা ১৮ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। নিত্যানন্দ ছিলেন অবতৃত। অবতৃত কথটির আক্ষরিক অর্থ বর্ণাশ্রমধর্মহীন সংসারাসক্তিরহিত সম্ম্যাসী।

নিত্যানন্দ প্রভুর গুরু কে ছিলেন, তা নিয়ে নানা গ্রন্থে নানা মত আছে। যেমন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কখনও ঈশ্বরপুরী, কখনও কেশব ভারতীর নাম। জীবগোস্বামীর ‘বৈষ্ণব-বন্দ্যায়’ সঙ্ঘর্ষণ পুরী, নরহরি চক্রবর্তীর ‘শ্রীশ্রী ভক্তি রত্নাকর’ গ্রন্থে লক্ষ্মীপতি, নাতাজী রচনাকৃত ‘ভক্তমাল’-এ মাধবেন্দ্রপুরী।

শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বনাম বিশ্বস্তর। শ্রীচৈতন্যদেবের দাদার নাম বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপও

গোপালগঞ্জ, বিষ্ণুপুর শহর ওয়ার্ড নং ১৩, বিষ্ণুপুর থানা

আমরা আগের পর্বে দেখেছিলাম বীরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীজনবল্লভ বর্ধমানের নোতাতে শ্রীপাট স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পৌত্র ধরণীধর বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন। তিনি কেন এসেছিলেন তার কোন লেখা ইতিহাস নেই। গোপালগঞ্জে যে নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধরগণ আছে, তারা বলেন- শ্রীনিবাস আচার্য, মল্লরাজ বীর হাঙ্গীরের গুরুদেব। শ্রীনিবাস আচার্য বীর হাঙ্গীরকে বলেন, ‘শ্রীনিবাস আচার্যের গুরু বংশকে নিয়ে আসতে।’ তবে বৈষ্ণব ইতিহাস অনুযায়ী শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন শ্রীচৈতন্য অনুগামী। শ্রীনিবাস আচার্য ও নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্র ছিলেন প্রায় সমসাময়িক। ‘শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বর্ধবিশ্বস্তর’-এ আছে বীরচন্দ্রের কুপায় শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিনদের জন্ম হয়। সেই সময় বীরচন্দ্র বীর হাঙ্গীরকেও কুপা করেন। সেক্ষেত্রে ধরণীধরের আগমন দালা উপরে।

নিত্যানন্দ বংশধরদের মল্লভূমে আগমনের এটি লেখ্য প্রমাণ আমরা পাই জামবনী বাদার “কনকলতা” মন্দিরে। জামবনী বাদাধারকেশ্বর দেবের দেবীর তীরে অবস্থিত ওন্দা থানার অন্তর্গত নিকুঞ্জপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত। গোপীনাথপুর এর যে নিত্যানন্দ বংশধরগণ আছে তারা দাবি করেন এটি তাদের এটি তাদের পূর্বপুরুষ বৈষ্ণবচরণ সিদ্ধান্তরত্ন এখানে বসতি স্থাপন করেন। তার পুত্র বামনচন্দ্র সেখানে থেকে উঠে আসেন গোপীনাথপুরের খয়ারবাড়ির খানাতে। পরবর্তীকালে বংশধরগণ চলে আসেন



গোপালগঞ্জের গৌরনিতাই মন্দির

গোপীনাথপুরের বর্তমান বাসস্থানে। বর্তমানে জামবনী বাদা একটি পরিত্যক্ত স্থান কোন জনবসতি নেই।

কনকলতা মন্দিরে যে প্রতিষ্ঠা লিপি পাওয়া গেছে, তাতে লেখা আছে শ্রীবীরভদ্রের পৌত্রবধু শ্রীদেবকী ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই দেবগৃহ দান করেছিলেন। বীরভদ্রের পৌত্রবধু হলে তাহলে এই মন্দির গোপীনাথপুরের গোস্বামীদের পূর্বপুরুষদের নয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, মল্লভূমে প্রথম এসেছিলেন ধরণীধর। ধরণীধর ছিলেন বীরভদ্রের পৌত্রের পুত্র। সেক্ষেত্রে দেবকী ছিলেন ধরণীধরের মা বা মাতৃহানীয়া কোন মহিলা। এই সূত্র ধরে বলা যায় ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের আগেই মল্লভূমে তথা বাঁকুড়া জেলাতে নিত্যানন্দের বংশধরদের আগমন ঘটেছিল।

যাই হোক ধরণীধরের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দকিশোর। নন্দকিশোরের সাতপুত্র। প্রথম পুত্র শ্রী জগবল্লভ। জগবল্লভের একমাত্র পুত্র হাবিকেশ। হাবিকেশের তিনপুত্র ভুবনমোহন, নবীনমোহন ও আদরমোহন। আদর

মোহনের একমাত্র পুত্র নেহালচাঁদ। নেহাল চাঁদের সাতপুত্র। চতুর্থ পুত্র মোহন চাঁদ। মোহনচাঁদের একমাত্র পুত্র শশীভূষণ। শশীভূষণের তিনপুত্র, অষ্টভ, গৌরকিশোর ও নিত্যানন্দ। বর্তমানে গোপালগঞ্জের নিত্যানন্দ বংশধরগণ এই তিনজনের বংশধর। আরো অতীতে গিয়ে বলা যায় আদরমোহনের বংশধর আদরমোহনের দাদা নবীনমোহন তথা নবীন মাধব ‘ছাত্তনা’তে চলে যান। যাদের কথা দ্বিতীয় পর্বে বলা হয়েছে।

বর্তমানে এখানে ছাটি পরিবার এক জায়গায় বসবাস করেন। এদের মূল সেবিত ঠাকুর গৌরনিতাই। তিনি একটি দালান মন্দিরে থাকেন। এছাড়া সেই মন্দিরে আছে ১০টি শালগ্রাম শিলা, কৃষ্ণ-বলরাম, মদনমোহন-রাধা। এখানে যে মদনমোহন আছেন, সেটি এই গোস্বামীদের ঠাকুর নয় এটি স্বর্ণ বাবসারী সমিতির মূর্তি। বিষ্ণুপুর পোদ্দার পাড়াতে এঁদের মন্দির ছিল। মন্দির ভেঙ্গে গেলে ঠাকুরটি এখানে দিয়ে গেছে। মূর্তিটির পাদপীঠে একটি লিপি লেখা আছে। এই ধরনের লিপিকে সন্ধ্যায় কীর্তন বলা হয়।



গোপালগঞ্জের গৌরনিতাই

মিষ্টি, মুড়কি দিয়ে শীতল ভোগ। বার্ষিক অনুষ্ঠান জন্মষ্টমী, রাধাষ্টমী, অন্যান্য কৃষ্ণোৎসব। তবে সবদিন ঠাকুর এখানে থাকেন না। এখানে দুই বছরের পালাক্রম। এখানে বর্তমানে থাকে ৯ মাস, বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত মড়ার গ্রামে থাকে ১ বছর, বিশরা গ্রামে থাকে ৩ মাস। কারণ ঐসব গ্রামে তাদের জ্ঞাতারা আছেন। তবে বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হলে ঠাকুরকে নিয়ে আসা হয়। বছরে একবার করে মহোৎসব বা সংকীর্তন হয়, তখন ঠাকুরকে নিয়ে আসা হয়। গৌর-নিতাই যখন যান তখন সবাইকে নিয়ে যান, অর্থাৎ শালগ্রাম শিলা, কৃষ্ণ-বলরাম, মদনমোহন-রাধা। এখানে যে মদনমোহন আছেন, সেটি এই গোস্বামীদের ঠাকুর নয় এটি স্বর্ণ বাবসারী সমিতির মূর্তি। বিষ্ণুপুর পোদ্দার পাড়াতে এঁদের মন্দির ছিল। মন্দির ভেঙ্গে গেলে ঠাকুরটি এখানে দিয়ে গেছে। মূর্তিটির পাদপীঠে একটি লিপি লেখা আছে। এই ধরনের লিপিকে মূর্তিলালি বলা হয়।

মড়ার গ্রামের নিত্যানন্দ বংশ মড়ার গ্রাম পঞ্চায়েত, বিষ্ণুপুর থানা



মড়ার গ্রামের গৌরনিতাই মন্দির

মড়ার গ্রামে নিত্যানন্দের বংশধর গণ বিষ্ণুপুরের গোপালগঞ্জ থেকে এসেছিলেন। কিন্তু কেন এসেছিলেন তা জানা যায় না। এঁরাও আদরমোহনের বংশধর। আদরমোহনের পুত্র নেহালচাঁদের সাতপুত্র। তার মধ্যে এক পুত্রের নাম ছিল নিমাইচাঁদ। নিমাইচাঁদের এক ভাই মোহনচাঁদের বংশধরগণ বর্তমানে গোপালগঞ্জে বসবাস করছেন। নিমাইচাঁদ মড়ার গ্রামে চলে আসেন। নিমাইচাঁদের দুই পুত্র নন্দলাল ও রামলাল। বর্তমানে মড়ার গ্রামে নন্দলাল ও রামলালের বংশধর গণ বাস করছেন। মড়ার গ্রামে ঠাকুর একবছর থাকেন। ঠাকুর এসে থাকেন দালান মন্দিরে। এখানে ১১ ঘর গোস্বামী পরিবার আছে। এখানে রাস উল্লেখযোগ্য। যে বছর ঠাকুর থাকেননা, সে বছর রাসের সময় ঠাকুর নিয়ে আসা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে হরিনাম দেয় বিভিন্ন পরিবার। তখন ঠাকুর নিয়ে আসা হয়। এখানের বংশধরগণ জানানেন, এই গৌর-নিতাই ঠাকুর বীরভূমের নেলও শিষ্য দান করেছিলেন। এরকমটাই জানানেন বর্তমান বংশধরদের মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তি অমিয় কুমার গোস্বামী। অনুষ্ঠানের সময় ঠাকুর আসে। নিত্যসেবা হয় আত্মবৎ। সকালে মুড়কি, মিষ্টি, ফল। দুপুরে অন্নভোগ যা জোটে, তাকে শাক থাকে অবশ্যই। বৈশাখে বিকালে ছোলা ভিজানো। রাতে মুড়কি মিষ্টি।



খড়দহের শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জিট

গ্রহণ করা হয়। সেগুলির মধ্যে প্রধান হল - চৈতন্য পূজন, কৃষ্ণ পূজন, কীর্তন, মহোৎসব, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ। সেই ধারা আজও বহমান। এখন বৈষ্ণব ধর্ম আচরণকারী ব্যক্তিগণ কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নানা উৎসব যেমন রাস, পেল, জন্মষ্টমী পালন করে থাকেন। বৈষ্ণব পরিবারে সকাল সন্ধ্যা কীর্তন হয় এবং প্রায় প্রতিটি বৈষ্ণব অধুষিতি গ্রামে বছরে একবার মহোৎসব হয়। আমরা জানি বিবাহের পর প্রভু নিত্যানন্দ খড়দহে

শ্রীপাট স্থাপন করেন অর্থাৎ ঘর তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। এখানেই পুত্র বীরচন্দ্র ও কন্যা গঙ্গাদেবীর জন্ম হয়। বীরচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র খড়দহতেই থাকতেন। শ্রীরামচন্দ্রের বংশধরগণ অনেক সংখ্যায় খড়দহতে আছেন। বর্তমানে প্রায় ১৫০টি পরিবার খড়দহে আছে। এনাদের প্রধান সেবিত ঠাকুর শ্রীশ্যামসুন্দর। এই শ্রীশ্যামসুন্দর অবশ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বীরচন্দ্র। নিত্যানন্দ প্রভুর ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্র ও নীলকণ্ঠ শিব এই মন্দিরে আছে।

বীরচন্দ্র যেহেতু তার মা জাহ্নবাদেবীর কাছে দীক্ষা নিয়ে ছিলেন আজও খড়দহের বীরচন্দ্রের বংশধরগণ মায়ের কাছে দীক্ষা নেন। এখানের বংশধরগণ জানানেন যেখানেই নিত্যানন্দের বংশধরগণ থাকুক না কেন সবরা এই শ্যামসুন্দরের পালি থাকবে। কিন্তু খড়দহের বাইরে কারোর এখানে পালি নেই। তাই খড়দহের বাইরে যারা নিত্যানন্দের বংশধর বলে দাবি করেন, তারা প্রকৃত নিত্যানন্দের বংশধর কিনা সন্দেহ আছে। তবে উনারা স্বীকার করে নেন বীরচন্দ্রের অপর দুই পুত্র নোতা ও গয়েশপুরে শ্রীপাট স্থাপন করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীজনবল্লভ বর্ধমানের নোতা গ্রামে এবং মধ্যমপুত্র রামকৃষ্ণ মালদহের গয়েশপুরে।

আগেই বলা হয়েছে জাহ্নবাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন। নিত্যানন্দের প্রথমা স্ত্রীর বসুধার গর্ভে পুত্র বীরচন্দ্র ও কন্যা গঙ্গাদেবীর জন্ম। নিত্যানন্দের বংশধর বলতে আমরা বীরচন্দ্র ও গঙ্গামনির বংশধরদের বুঝি। বাঁকুড়া জেলাতে যেসব স্থানে তাদের বাসস্থান আছে সেগুলি সরেজমিনে ভ্রমণ করে এই প্রতিবেদন লেখা। আজ তার তৃতীয় ও শেষ কিস্তি।

বিশরা গ্রামে নিত্যানন্দ বংশধর উলিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, বিষ্ণুপুর থানা



বিশরা গ্রামে গৌরনিতাই অবস্থিতি স্থল

মড়ার গ্রাম থেকে চাষ বাড়ির জন্য দুজন বংশধর চলে আসেন বিশরা ও বসন্তপুর গ্রামে। গ্রাম দুটি পাশাপাশি অবস্থিত। বসন্তপুর গ্রামে এখন আর কোনও বংশধর নেই। এই বসন্তপুর গ্রামের তিন মাসের পালি যোগ হয়েছে বিষ্ণুপুরের গোপালগঞ্জের পালার সঙ্গে। আগে গোপালগঞ্জে ছয় মাসের পালা ছিল। এই তিন মাস যোগ হয়ে হয়ে মাস হয়। এই দুই গ্রামে প্রথম কে এসেছিলেন তা কেউ বলতে পারেন না। বর্তমানে মাত্র দুটি পরিবার বাস করেন। বিশ্বরূপ গোস্বামী ও বিশ্বস্তর গোস্বামী। এঁদের পিতার নাম হরিমাধব। হরিমাধবের পিতা ভরতারণ। ভরতারণের পিতা যোগেশ। তার উর্ধ্বতন বংশধরদের নাম জানা গেল না। এখানে জন্মষ্টমী ও মকর ভোগ (মকর সংক্রান্তিতে) ভালো করে হয়। আর দশহরার দিন বিপত্তারবী পূজা হয়। দুই ভাইয়ের বাড়ির মধ্যে একটি মন্দির আছে, সেখানে এসে গৌর-নিতাই সহ সকলে এসে ওঠেন।

এখনও পর্যন্ত যে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার ভিত্তিতে এই তিন পর্বের লেখা। ভবিষ্যতে যদি আরও কোনও স্থানে নিত্যানন্দের বংশধরদের খোঁজ পাওয়া যায়, তখন সেগুলি সংযোজন করা হবে।

শতকের শতায়ু প্রত্যাশায় গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল

তাপস রায়

কেন এক মানবিক আলোয় যেন আলোকিত হয়ে উঠল সমগ্র অস্থায়ী সেবেকেন্দ্রটি। প্রয়াজ সমাজসেবী গোপাল কর্মকারের শতবর্ষ উপলক্ষে গত ১৯শে মার্চ মাআয়োজিত সাহসিকবিরের নোবেলকেন্দ্রে মাদে দাঁড়িয়ে ঠিক এমনটাই মনে হল। শিবির চলাকালীন রিনাবারে সাধারণ স্বাস্থ্য, রক্তের শর্করা, চোখের পরীক্ষা ও চশমা বিতরণের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপির আয়োজনটি বেশ প্রশংসার দাবি রাখে। যদিও এই প্রশংসা প্রাপ্তিগ্ন স্থানে আয়োজক সংগঠন ‘গোপাল



কর্মকার মেমোরিয়াল শোশাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নামটির সঙ্গে জুড়ে যায় সহযোগী ব্যবস্থাপক শীতলা ফহিড স্টার ক্লাবের নামটিও। সোনারপুর অঞ্চলে পশ্চিম শীতলায় এই শিবির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ডা. আশীষ সরকার, ফিজিও অঞ্জলি দাস, দেবাশিষ পাল, কণা সাহা, তপন চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, দীপক যোষ, অরূপ বিশ্বাস, সুভাষ দাস, চিন্তরঞ্জন মণ্ডল, পরীক্ষিত হাউলি সহ অন্যান্যরা। শতাধিক মানুষের মধ্যে নিম্নমূল্যে ওষুধ বিতরণের থাকলে গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল শোশাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে আধিকারিক অমল কর্মকার ক্লাবের সকল সদস্য সহ ওই শিবিরে উপস্থিত সকলের সঙ্গে স্থানীয় মানুষজনদেরও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

রমজানের পরে মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক সমাবেশ

ভার্চুয়াল বৈঠকে জেলা নেতাদের জানালেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১৯ মার্চ — তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রিম্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ মাসের ১৭ তারিখে কালীঘাটে যে দলীয় বৈঠক করেছিলেন, সেই বৈঠকে তিনি জানিয়েছিলেন, প্রতি মাসে তিনি জেলা ধরে বৈঠক করবেন। রবিবার বৈঠকের জন্য রাজ্যের প্রথম জেলা হিসেবে বেছে নেন মুর্শিদাবাদকে। জেলার সমস্ত নেতৃব্দের সঙ্গে তিনি এদিন ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। জেলার প্রায় সমস্ত বিধায়ক এবং দুই সাংসদ সহ উল্লেখযোগ্য প্রথম শেষ হলেই তিনি মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক সভা করতে আসবেন। দ্বিতীয় যে কথটি তিনি তুলে ধরেন, সাগরদিঘি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়ার ফলাফল হতে পারে না। একটি নির্বাচনের ফলাফল কখনোই সমস্ত নির্বাচনের ফল ঠিক করে

দিতে পারে না। একটি ভোটের ফল নিয়ে মাথাব্যথা না করে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেন। এঁদেরই তিনি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সবাইকে একসঙ্গে মাঠে নামে কাজ করার নির্দেশ দেন। রুক থেকে জেলার প্রথম সারির নেতৃত্ব সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আজ ফের তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সাগরদিঘির ভার্চুয়াল বৈঠক জোট’ বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি এদিন জেলার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে তাদের অভাব-অভিযোগ কী রয়েছে, সেগুলো শোনার পরে সমস্যার সমাধানের নির্দেশও দেন। দলের প্রতিটি কর্মসূচি জেলা থেকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পালনের নির্দেশ দেন তিনি। জেলাস্তরে মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা কলকাতা পর্যন্ত চলে এলেও, সেই অভাব-অভিযোগের কথা জেলাস্তরের নেতৃব্দের কাছে থাকছে না বলেও এদিন তৃণমূল নেত্রী স্তব্য করেন। তাহলে জেলা নেতৃত্ব কী করছেন? এই প্রশ্ন করেন তিনি।

ভার্চুয়াল বৈঠক শেষে সাংসদ আবু তাহের খান বলেন, “রমজান মাসের পর মুর্শিদাবাদে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীকে নিয়ে এসে পঞ্চায়েত ভোটের প্রথম দামামা বাজাব। ইতিপূর্বে হয়নি এরকম ঐতিহ্যপূর্ণ এক সভায় আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসব। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ছিল, আছে, থাকবে। এটা আমরা কাজের মধ্য দিয়েই আগামীতে প্রমাণ করে দেব।” শনিবার মুর্শিদাবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নেতা সহ প্রায় এক হাজারের বেশি মানুষ কংগ্রেসে যোগ দেন। এই যোগদান নিয়ে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। রবিবার হাতির হামলায় মৃত জিতু হেমব্রমের তৃণমূল কংগ্রেস নিচ্ছে না, যাদের সমাজে কোনও স্বীকৃতি নেই, যারা বিভিন্ন বাজে বাজে কাজ করেছে এই ধরনের কিছু মানুষকে পুরস্কার স্বরূপ অধীর চৌধুরী তার দলে নিচ্ছেন। যাদের যোগদান করা নিয়ে নাটক করছে কংগ্রেস, তাদের আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেব।”

হাতির হামলায় জখম জিতু হেমব্রমের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯ মার্চ— কয়েকদিন আগে বাড়িগ্রাম জেলার সাকরাইল গ্রামের কুলটিকরি ঘোড়াপাড়া একাকার বাসিন্দা জিতু হেমব্রম হাতির হামলায় গুরুতর জখম হয়। তাকে প্রথমে সাকরাইল ব্লকের ভাঙ্গাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে বাড়িগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বাড়িগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে তাকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার পরিবারের লোকেরা ভর্তি করে। কয়েকদিন ধরে তার চিকিৎসা করা হলেও শেখ রক্ষা যায়নি। শনিবার গভীর রাতে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। হাটমাকে কেন্দ্র করে তার পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বনদফতরের পক্ষ থেকে হাতির হামলায় মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কলকাতায় এবার অন্য ধারার রহস্যছবি ‘লাস্ট টেন আওয়ার্স’

সত্যজিৎ চক্রবর্তী

টেলি ছবির সারাংশ : একটি দুর্ঘটনা বদলে দেয় মাইকেল চৌধুরীর জীবন। সে হারিয়ে ফেলে বেঁচে থাকার সব ইচ্ছে। বিপুল সম্পত্তির অধিকারী মাইকেল। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। জীবনের শেষ প্রান্ত এসে একটি মাত্র শেষ ইচ্ছে নিয়ে সে বেঁচে আছে। এই জীবনটা একটা উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে শেষ করতে চায়। আর তাই সে শুরু করে এক বিপদজনক খেলা। যার প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে



মৃত্যুর হাতছানি। আছে জীবন আর মৃত্যুর খেলা। এই খেলায় জড়িয়ে নেয় পেশাদার খুনি প্রিপ্সকে। জীবন-মৃত্যুর এই বিপজ্জনক খেলার গল্পই অ্যালবার্টস প্রোডাকশনের ‘লাস্ট টেন আওয়ার্স’। ওই টেলিছবিটি রহস্যরাসে আবর্তিত। সম্প্রতি ছবির গুটিং শেষ হয়ে এখন মুক্তির প্রতীক্ষায়। মূল চরিত্র মাইকেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য, পূজা সরকার, শক্তি কুমার রাজ, জয়দীপ চন্দ্র রায়, অরিন্দম বাগচি, শ্যামল রায়চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। চিত্রনাট্য লিখেছেন শমীক বোস। ছবিটির সময়সীমা এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট। সম্পাদনা অভিজিৎ পোদ্দার। আবহ সঙ্গীতে শুভয্য ভট্টাচার্য। চিত্রগ্রহণ রমেন রায়, মেহবুব চৌধুরী ও মৃণাল মাইতি।



রাণা ঘোষদত্তিদার

ভর্তিহতেও দশ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে অধিবীরদের জন্য। চাকরিতে যোগদানের উর্গতনে বয়সসীমায় ছাড় দেওয়ার সাথে সাথে নির্বাচনের এক প্রাথমিক শর্ত, শারীরিক সক্ষমতা নির্ণয়ের পরীক্ষাও দিতে হবে না অধিবীরদের। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ অধিবীরদের জন্য অনুকূল হয়ে উঠছে, বিশেষজ্ঞমত। সমরবাহিনীর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ প্রবাসী চিন্তাশীলদের বক্তব্য, বাঙ্গালী তরুণদের উচিত অধিবীর নির্বাচনে বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করা এবং এই পথে অধিকসংখ্যক কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে যোগদান করা। সামরিক প্রশিক্ষণ মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন শেখায়। স্বল্প সময়ের জন্যও যদি হাজার হাজার বাঙ্গালী যুবক সমরবাহিনীতে কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে ঘরে ফিরে সশস্ত্র পুঞ্জির সাথে এই প্রশিক্ষিত জীবনের দরদর তারা কৃষি থেকে ক্ষুদ্রশিল্প সর্বত্র সাফল্য পেতে পারে, অনেকেই হয়তো সুলভ ঋণ নিয়ে সফল উদ্যোগ গড়ে আনবে দশজনের কর্মসংস্থান করতে পারে।

সাহিত্য-সংস্কৃতি

তিনদিনের বৃষ্টিবাদলা দিল্লির আবহাওয়াকে যেমন স্বস্তিই দিক না কেনে, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিশ্বেতিতম বাংলা বইমেলায়ও যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আঠারো তারিখ পর্যন্তও শনিবারেই পাঠক-ক্রেতারো বেশি সংখ্যায় আসবেন ভাবা হয়েছিল। আর, সেদিনই দৃপ্তরে প্রবল বৃষ্টি হয়ে আটকে দিল দুপুরদুপুরের ক্রেতাদের। একনিষ্ঠ পড়ন্তারা যদিও বৃষ্টি মাথায় করে এসেও কিছু বই কিনলেন। এই বইমেলা অবশ্য দিল্লির বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাকাণ্ডীদের কাছে মূল্যবান। বৃহৎসংখ্যায় একত্র হয়ে কবিতা-গল্পপাঠের বা গান-আবৃত্তি পরিবেশন করার অবকাশ মেলে বলে শুধু নয়, মেলায় অতিথি হয়ে আসা নামী কবি-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক শিল্পীদের সামনে থেকে দেখার, তাদের কথা শোনার ও ক্ষেত্রবিশেষে তাদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ মেলে বলে। বেশ কিছু আলোচনার আয়োজন থাকে। বিশ্বদ্বন্দের জন্য, তার গুরুত্ব কম নয়। রবিবার আবহাওয়া ঠিক থাকলে ভিড় বাড়়া উচিত।

আবহাওয়া

যে হারে ক্রমাগত তাপমান বেড়ে চলেছিল, তাতে অনেকেই বেশ শঙ্কিত ছিলেন, বুবিবা দিল্লির বছরের সেরা সময় দ্রুত পালিয়ে গিয়ে রুদ্র বৈশাখ এসে হাজির হল। তাঁদের খানিক আশ্বস্ত করে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস জানাল সতেরো থেকে উনিশ তারিখ আকাশ মেঘলা থাকবে, মৃদু থেকে অতিমৃদু বৃষ্টিপাত হতেও পারে এদিক সেদিক, দিনের তাপমান কমবে। আজকাল পূর্বাভাস অনেকটাই মেলে, তাই, সাবধানীরা ছাড়া ইত্যাদি বার করে রেখেছিলেন এবং তা কাজেও দিল। শুক্রবার রাত থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি নামল। শনিবার গুর্গাওয়ারে জাতীয় সড়কেই জল জমার ছবি দেখা গেল সেশ্যাল মিডিয়ায়, হট্টজল জমার ছবি এল পূব দিল্লি থেকেও। দিল্লি ও সন্ধ্যা এলাকার জলবায়ু হল সেমি-এরিড অর্থাৎ আধা-শুষ্ক। মাটি সাধারণত বেলে বা যমুনা-সংলগ্ন এলাকায় বেলে-দোয়ারী। এমন জায়গায় সাধারণ বৃষ্টিতে জল জমার অর্থ দাঁড়ায় নিকাশী ব্যবস্থার অপ্ৰতুলতা। যে হারে কংক্রিটায়ন হয়েছে, তার সাথে সাথে পরিবেশবান্ধবভাবে বৃষ্টির জল নিকাশ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই, কখনো জলমগ্নতা আবার ক্রমাগত ভূ-জলস্তর হলেম যাওয়ার মত দুরবস্থা হত না। সে নিয়ে এই মুহূর্তে মাথা ঘামাচ্ছে না রসিকরা। বহু অপেক্ষার পর পাওয়া ‘আবগারি ওয়েদার’কৈ কাজে লাগাচ্ছেনা তারা।

অর্থনীতি

ভারতীয় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে যে কোন আলোচনায় যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব পায় তা হল কর্মসংস্থান। জবলেন্স গ্রোথ দিয়ে আম জনতার উপকার তেমন নেই, এক যদি না রাজস্ব আদায় বাড়ায় সরকারী খয়রাতের পরিমাণ বেড়ে তার দয়ায় কোনক্রমে বেঁচে বর্তে থাকাই জনতার কামা হয়। সরকারি কর্মসংস্থান রিকারাই বঞ্চকাজিক্ত, চাকরির নিরাপত্তা এবং বর্ধবধ সুযোগ সুবিধার নিরিখে। ভারতে সর্বাধিক সরকারি চাকরি বরাবরই দিয়ে আসছে ভারতীয় রেল এবং সেনা-আধা সেনা ইত্যাদি। উত্তর ভারতের বৃহ রাজ্যেই ফৌজি চাকরি পুরুষানুক্রমে বহু গ্রামকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এমন পরিস্থিতিতে অধিবীর প্রকল্প নিয়ে নানা মত থাকা স্বাভাবিক এবং রাজনীতির খোলা জলে ঘুলিয়ে অধিবীর নিয়ে অনেক জায়গাতেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। সরকারি তরফে জানানো হয়েছিল এক চতুর্থাংশ অধিবীর সরাসরি সেনায় চাকরি পাবেন। বাকিরা অগ্রাধিকার পাবেন অন্যান্য আধা সামরিক বল বা পুলিশবাহিনীতে। প্রথম ব্যাচের অধিবীর প্রশিক্ষণ শুরু হবার পর মিনিষ্ট্রি অফ হোম অ্যাক্ফোর্সের বিজ্ঞপ্তি জানিয়েছিল সেন্ট্রাল অর্মড পুলিশ ফোর্স বা সিএপিএফ এবং আসাম রাইফেলসেসে খালি পদগুলিতে অধিবীরদের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ চালু হবে। সাথে সাথেই জন্ম-কামীরা পুলিশ ফৌজেও সমর্থংখ্যক সংরক্ষণ ঘোষিত হয়েছিল। কিছুদিন আগে, সর্ভার সিকিউরিটি ফোর্স বা রিএসএফে অধিবীরদের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ হওয়ার পর গতকাল কেন্দ্রীয় সরকারি ঘোষণা জানিয়েছে সেন্ট্রাল ইন্সপেক্টিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স বা সিআইএসএফের

বই পড়তে দেই। বইয়ের কোনো বিকল্প নেই তো। বাবা মানুদের বলি, সন্তানদের শুধু দুষ ধু খেতে দিলে হবে না। বই পড়তে দিতে হবে।

সব শেষে মাধুরী বণিক তার পাঠশালার কার্যক্রম শুরু করেন। গার্হে নিচে মাদুর পেতে বসেছিল খুদে শিক্ষার্থীরা। মারখামে বসে তিনি বলাছিলেন, ভালো কাজ করব। বই পড়ব। কারও সঙ্গে হিন্সা নয়। বিবাদ নয়। ভালোবাসব। শুধু ভালোবাস।

অত্যন্ত সাবলীলভাবে বলে যাচ্ছিলেন তিনি। উচ্চস্বরে তার কথার প্রতিধ্বনি করছিল শিশু কিশোররা। মাঝে মধ্যে চলছিল প্রশ্ন উত্তর পর্ব। এক পর্যায়ে মাধুরী বণিক পক্ষ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমরা ভালো কিছু খেব। ভাল কিছু শিখ। আজ তোমরা এখানে কি দেখলে, বলতো। উত্তরে কোনো কোনো শিশু বলল ‘প্রধান অতিথি’। শিশুদের সরল উত্তর শুনে কেউ কেউ হেসে ফেলেন। তবে মাধুরী বণিক পুরো আয়োজনটি ছোট করে তাদের বুঝিয়ে বললেন। শিক্ষার্থীরা খুশি।

এমন নিভৃতচারী শিক্ষার আলো ছড়ানো বইপ্রেমী মানুষটি সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানেন। কোনো ধরনের স্বীকৃতিও পাননি তিনি। একান্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর তাই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দাবি তুললেন মাধুরী বণিককে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হোক। রাষ্ট্র কি দেবে?

শিল্পী তৈরির কারিগর

বাংলার মানুষের প্রিয় সম্পদ লোকসঙ্গীত। সংস্কৃতির শিকড় সন্ধান করতে গিয়ে এ কথা প্রাণ থেকে অনুভব করেছিলেন শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াহিদুল হক। তিনি ছিলেন শিল্পী তৈরির কারিগর। সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র ছায়ানটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ওয়াহিদুল হক। তাঁর স্মরণে ছায়ানট আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন একে বজ্রদের কথায় উঠে আসে এবং মন্তব্য।

জাতীয় শিক্ষকরা পর্বের উন্মুক্ত মঞ্চে গত বৃহস্পতিবার বিকালে ‘ওয়াহিদুল হক স্মারক দেশঘরের গান’ আয়োজনের উদ্বোধন করেন সঙ্গীতজ্ঞ নির্মল চন্দ্র মজুমদার। তিনি বলেন, সারা দেশে লোকসঙ্গীত চর্চা ছড়িয়ে দিতে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিলেন ওয়াহিদুল হক। তিনি ছিলেন শিল্পী তৈরির কারিগর।

উদ্বোধন পর্বের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন ছায়ানটের নির্বাহী সভাপতি ডা. সারওয়ার আলী। তিনি বলেন, সংস্কৃতির শিকড়ের সন্ধান করতে গিয়ে ওয়াহিদুল হক বুঝেছিলেন, আমাদের লোকসঙ্গীতের কাছে ফিরে যেতে হবে। তবে বাণিজ্যিক কারণে লোকসঙ্গীতের খারাপি বর্তমানে বিকৃত হচ্ছে।

শুরু থেকে যে কয়জন মানুষ ছায়ানট গড়ে তুলেছেন, ওয়াহিদুল হক তাঁদের মধ্যে অন্যতম বলে উল্লেখ করেন রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী এবং ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক লাইসা আহমদ লিসা। ওয়াহিদুল হকের মৃত্যুর পর ২০০৭ সাল থেকে তাঁর স্মরণে শিল্পীর জন্মদিনে দেশঘরের গান আয়োজন করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

উদ্বোধনের পর শুরু হয় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা লোকসঙ্গীত শিল্পী দলের পরিবেশনা। ‘প্রাণের পটি গেছে যে ছড়ি’ আর ‘খেপু বলে কৃপাসিদ্ধ’ নাম তোমার’ লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন সিরাজগঞ্জ থেকে আসা আবদুল মতিন। এরপর সৈয়দ শাহমুরের ‘বন্ধু তোর লাইগাংসে সহ কয়েকটি গান গেয়ে শোনান সুনামগঞ্জের শিল্পী দেবদাস চৌধুরী।

লোকসঙ্গীতের পর শুরু হয় পটগান। এ সময় আয়োজকেরা বলেন, লোকসঙ্গীতের পটগান গাওয়ার প্রচলন গৃহস্থ বাড়ি বাড়ি ঘুরে। পট প্রদর্শনের সময় এ গান গাওয়া হতো। বর্তমানে পটগান টিকিয়ে রাখাই পূরন হয়ে উঠেছে। নিখিল চন্দ্র দাস ও তার দল ‘সরকচালি পদধন’ নিয়ে আসেন পটগান। নড়াইলের এ দল প্রথমে দেশাঙ্ঘবেোধক এরপর রঙ্গরস, তারপর

বণিক। আলোকিত মানুষ গড়ার প্রয়াস নেন। এই নিঃস্বার্থ আত্মরিক চেষ্টি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের চাওয়ার সঙ্গে মিলে যায়। মাধুরী বণিককে মুক্তিদের সেই সোনার মানুষ বলই সবাই বিশ্বাস করেন। মহান নেতার আদর্শকেই যেন নিজ কর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন তিনি। এমন উপলব্ধি থেকে ১৭ মার্চ শুক্রবার মাধুরী বণিককে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু র জন্মদিন উদযাপন করে একান্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি।

তার আগে সকালে ঢাকা থেকে রওনা হন অয়োজকরা। এ সময় সংগঠনের সভাপতি সাংবাদিক-সাহিত্যিক শাহরিয়ার কবীর ও সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল ছাড়াও দলে ছিলেন বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, প্রখ্যাত শিল্পী আবুল বারেক আলভী, শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, প্রাবন্ধিক মমতাজ লতিফ, লেখক আলী আকবর টাবীসহ আরও অনেকে। দুপুর নাগাদ নবাবগঞ্জে সমসাবাদ গ্রামে এসে পৌঁছানো তারা।

একই দলের সঙ্গে গ্রামে প্রবেশ করে দেখা যায়, প্রবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামে বহু পাকা দালান গড়ে তোলা হয়েছে। টাইলসের মেঝে। ছাদে পানির ট্যাঙ্ক। সামনে শজু করে তালো দেয়া লোহার গেট। এসব দেখে গ্রামীণ মানুষেরে উঠতি ধনীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তবে এই গ্রাতে ও প্রতিযোগিতার বাইরে গিয়ে টিকিৎ আলাদা এক জগত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন মাধুরী বণিক। সমসাবাদ গ্রামের প্রিয় গাছতলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। হালকা গণ্ড। বয়স ৭০ ছুঁই ছুঁই। কিন্তু ভরপুর প্রাণ। মুখ খুলতেই বোঝা গেল, চ্রচলিত চিন্তার বাইরে গিয়ে সচেতনচেতাই পথ চলছেন তিনি। যা বলছিলেন, বোঝা যাচ্ছিল, মন থেকে বলছেন। যা বিশ্বাস করেন ঠিক তা-ই বলছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ও চাওয়ার উৎসমূলে যে দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সেটা বুঝতে সময় লাগেনি কারও। সব বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে মধ্যমণি করা হয় মাধুরী বণিককে।

আয়োজনের শুরুতে ছিল জাতীয় সঙ্গীতের পরিবেশনা। মাধুরী বণিক ও তাঁর খুদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্টজনরা। স্থানীয়দের মধ্যে নবাবগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মতিউর রহমান, কলাকোপা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল, সাংবাদিক শওকত আলী রওনে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্বের তাঁর কাজের জন্য মাধুরী বণিককে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দিত করা হয়। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের কেক কাটেন আয়োজকরা। অগ্নিই জানা হয়েছিল উদ্যমী এই নারীর সাধ্য সীমিত। তাই বঙ্গবন্ধুর ১০৩তম জন্মদিনে প্রতীকী বিবেচনায় এক লাখ তিন হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয় তাকে। নানা সংকেতে বর্তমান মাত্র ২০৭টি বই দিয়ে পাঠাগার কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন তিনি। এ অবস্থায় ঢাকা থেকে নিয়ে যাওয়া সাড়ে ৬০০ বই তাঁর পাঠাগারে দান করা হয়। পাঠাগারের জন্য একটি ঘর করে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন নির্মূল কমিটির নেতারা। একই অনুষ্ঠানে পাঠশালার পক্ষ থেকে সচেতনচেত রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এসবের মধ্যেই ছোট করে ছিল আলোচনা। এ সময় রবীন্দ্রনাথের ‘আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুখালি না কেহ’ গানটি কিছুটা গাওয়ার চেষ্টা করে মাধুরী বণিক বলেন, আজ কিন্তু সতি সতি শুধাতে বড় বড় মানুষেরা ঢাকা থেকে পড়লে ঘুম আসে না। চটা দৈনিক পত্রিকা পড়ি সকালে। মানুষের কাছে যাই। তাদের কাছ থেকেও শিখি। অন্যদেরও বই পড়তে বলি। বই নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি যাই। এখন অনেকে বই পড়েন। তিন মাইলের মধ্যে অনেকেকে বই পড়ায় অভ্যস্ত করেছি। কেউ কেউ আবার বই হারিয়ে ফেলেন। তবুও তাদের

খবরে দেশ-বিদেশ

‘কাউ সেস’ বা গরুর জন্য কর চালু করা হবে হিমাচল প্রদেশে, রাজ্য বাজেটে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী

সিমলা, ১৯ মার্চ— ‘কাউ সেস’ বা গরুর জন্য কর চালু হতে চলেছে হিমাচল প্রদেশে। এবার থেকে মদ কিনলে ক্রেতাদের বাড়তি দিতে হবে আরও ১০ টাকা। শুক্রবার কংগ্রেস শাসিত হিমাচল বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করা হয়। সেই বাজেটেই রাজ্য সরকারের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটে মদ বা অ্যালকোহলে ‘কাউ সেস’ বা গরুর জন্য কর ধার্য করার কথা ঘোষণা করেন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী। মদের বোতল প্রতি ১০ টাকা করে দিতে হবে। এর থেকে বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা আয় হবে। পাশাপাশি বেশ কিছু উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য ৫৩,৪১৩ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছে সরকার। এর আগে বিজেপি নেত্রী ‘মধুশালায় গোশালা’ কর্মসূচির কথা বলেছিলেন। অনেকটা সেই সুরেই এবার কংগ্রেসশাসিত রাজ্যে ঘোষণা হলো কাউ সেস। একটি পেনশন প্রকল্পের কথাও এদিন ঘোষণা করেন তিনি। এই পেনশন স্কিমে প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে পাবেন রাজ্যের মহিলারা। এর জন্য সরকারি কোষাগার থেকে প্রতি বছরে খরচ হবে ৪১৬ কোটি টাকা। বিদ্যুৎচালিত যানবাহন চালু করা হবে। ২০২৬ সালের মধ্যে হিমাচল প্রদেশকে গ্রিন স্টেট করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মিরে অ্যাসেটের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি— প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল পরিষেবা প্রদানকারী গ্রুপ মিরে অ্যাসেট, তার অনলাইন রিটেল স্টক ব্রোকিং প্ল্যাটফর্ম, এম স্টকে একদিনে এক মিলিয়নেও বেশি ট্রেড হওয়ার কথা জানিয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে ব্যবসা পরিচালনা শুরু করার এক বছরের মধ্যেই এই স্টকে অনেক বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা ভারতের অন্যান্য অনলাইন ব্রোকিং প্ল্যাটফর্মের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

ঢাকার ডায়েরি

বাসুদেব ধর

স্বাধীনতা সংগ্রামের অমূল্য স্মারক

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, দুর্লভ নথি, আলোকচিত্র, পোস্টার, পুস্তিকাসহ নানা স্মৃতি নিদর্শনে পূর্ণ এখন নলিনীকান্ত ভট্টাচারী গ্যালারি। জাতীয় জাদুঘরের এই গ্যালারি ঘুরে মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়টাকে কিছুটা হলেও অনুভব করা যায়। গত বুধবার থেকে শুরু হওয়া প্রদর্শনী জাদুঘরের দর্শনাথীদের জন্য বাড়তি পাওয়া হয়ে এসেছে।

গ্যালারির বড় অংশজুড়ে রাখা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সদস্যরা ১৯৭১ সালে এসব অস্ত্র ব্যবহার করে পাকিস্তানিদের পরাজিত করেছিলেন। সে সময়ের অস্ত্র এখন একেজো। তবে ইতিহাসের অমূল্য স্মারক হয়ে সামনে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধটা আসলে কত কঠিন ছিল, অস্ত্রভাভার দেখে অনুমান করা যায়। গ্যালারির এক কোণে রাখা হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করা অস্ত্র সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু প্রতিটি অস্ত্র বাজলির যুদ্ধ জয়ের সাক্ষ্য বহন করছে। প্রদর্শনীতে খুঁজে পাওয়া যায় কাঠের বাঁটযুক্ত রাইফেল ৭.৬২ এমএম ২৭ ইসাপূর। অস্ত্রটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা। কাঠ ও ধাতব বাঁটযুক্ত অস্ত্রে বীর যোদ্ধাদের হাতের ছাপ লেগে আছে। খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু কল্পনা করা যায় ঠিকই।

ভারতীয় মিত্রবাহিনীর ব্যবহার করা অস্ত্রগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে ১০৬ এমএম রিক্‌ইলেস অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গান। যুদ্ধের ময়দানে যেভাবে স্থাপন করা হতো, অনেকটা সেনাবেই গ্যালারিতে স্থাপন করা হয়েছে। বিরাট নলযুক্ত অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গান কৌতূহলী চোখে দেখছেন দর্শনাথীরা। ৪০ এমএম আরপিজি অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ১৯৬১ সালে তৈরি। সহজেই বহন করা যেত এটা। প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে দুই ইঞ্চি মর্টার। ১৯৪৪ সালে তৈরি মর্টার একাত্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনী ব্যবহার করেছে। আছে রকেট লাঞ্চারও। ৩.৫ ইঞ্চি রকেট লঞ্চার ১৯৪৪ সালে তৈরি। মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে সেক্ষ লোডিং রাইফেলও। গ্যালারিতে রাখা ৭.৬২ এমএম ১৭.১ সেক্ষ লোডিং রাইফেল ১৯৫৪ সালে তৈরি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পদাতিক সেনাবাহিনীর আর্মস রাইফেল হিসেবে এটি ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছিল বলে জানা যায়। জিওপি ৭.৬২ এমএম রাইফেলটিও ব্যবহার করেছিল পদাতিক সেনাবাহিনী। কার্বিন মেশিন, স্টেনগানসহ বিভিন্ন গোলা-বারুদও যুদ্ধদিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

জাদুঘরের ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের কিপার



বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রবিবার মনিপালে টেনসে অনন্ত পাই মানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে এক আলোচনা সভায় ডিজিটাল মাধ্যমের উন্নতির কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রযুক্তির গণতান্ত্রিকরণ দেশে এক নীরব বিপ্লব নিয়ে এসেছে।

বিসিসিএল-এর মহিলা দিবস

সমাজে মহিলাদের ভূমিকা অতুলনীয়: সিএমডি

অজয় মুখোপাধ্যায়

ধানবাদ, ১৯ মার্চ— আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষ্যে অতুলনীয়। সমাজে মহিলাদের গুরুত্ব অনেক বেশি। কোনও সমাজ মহিলাদের ছাড়া আগে বাড়তে পারে না। সিএমডি বলেন, বর্তমানে সমাজে, ঘর পরিবারে, ব্যবসাতে, জ্ঞানবিজ্ঞানে, টেকনিকাল ও ডিজিটাল দুনিয়াতে মহিলাদের গুরুত্ব অনেক বেশি। তিনি বলেন, একটি সংগঠন রূপে বিসিসিএল এমন বাতাবরণ তৈরি করতে চায় যেখানে কোনও রকম ভেদভাব ও পক্ষপাতিত্ব করা হবে না।

এই অনুষ্ঠানে বিসিসিএল-এর স্কুল অফ নার্সিংয়ের ছাত্রীরা নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করে। মহিলা মণ্ডলের



সদস্যদের মধ্যে মিডিজিক্যাল চোয়ার, প্রশ্না উত্তর দেওয়ার খেলা সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ডক্টর বিষ্ণুপ্রিয়া সেনগুপ্তা বলেন, আমাদের সহানুভূতি নয়, সহযোগিতা ও সমর্থন চাই। সাথে সাথে মহিলাদেরও সরকার পূর্বঘরের হাতে হাত মিলিয়ে চলার। বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন দীক্ষা মহিলা মণ্ডলের সভাপতি মিলি দত্ত, উপ সভাপতি রীনা সিংহ ও পূর্ব্বায়া রমইয়া। এছাড়াও বিসিসিএল-এর ডিরেক্টর পার্সনেল মুন্সলিকৃষ্ণ রমইয়া, টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার সিংহ, জিএম বিদ্যুৎ সাহা সহ অনেকে।

এক এম সাইফুজ্জামান জানান, জাতীয় জাদুঘরের সরকমণাগার থেকে এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শনীর জন্য দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। আর মিত্রবাহিনীর অস্ত্রগুলো এসেছে ভারত থেকে। ২০১৭ সালের ২২ অক্টোবর বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে এগুলো দেওয়া হয়। পরের বছর ২০১৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আসে জাতীয় জাদুঘরে। উপহারের তালিকায় ছিল ২৫টি আয়োজিত। সবগুলো স্থায়ী গ্যালারিতে প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। তাই অস্থায়ী প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ধী ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল, সে সম্পর্কে ধারণা দিতেই মনস্কিনগুলো বদলিনীর অতুত্বত্ব হলে হয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রদর্শনীতে আরও রাখা হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের লেখা চিঠি। রগাদন থেকে মা-বাবা বা স্ত্রীর কাছে এসব চিঠি লিখেছিলেন তারা। চিঠিগুলো পড়তে গেলে চোখ জলে বাপসা হতে যায় এখনো।

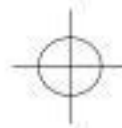
প্রদর্শনী থেকে বাদ যায়নি রাজাকার-আল বদরদের অপকর্মের ইতিহাসও। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্যু করা ১৩টি পরিচয়পত্রের মাধ্যমে রাজাকার-আল বদরদের কুচীর্তির কথা তুলে ধরা হয়েছে প্রদর্শনীতে।

আছে মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং এর আগে-পরে প্রকাশিত বেশ কিছু পুস্তিকা। পুস্তিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘আওয়ামী লীগের ছয় দফা কি ও কেন’, ‘আমি মুজিব বলছি’, ‘রক্তাক্ত বাংলাদেশ ও বৌদ্ধ সমাজ’, ‘মুক্তিবাহিনীর শিবিরে শিবিরে’, ‘জয় বাংলার রক্তাক্ত শপথ’, ‘আমরা বাঙালী’, ‘বজ্রকর্তা’, ‘স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা। ‘ আরও আছে ‘বাংলাদেশে শি্পল্প’, ‘হোয়াই বাংলা দেশ’, ‘ব্লিভিং বাংলাদেশ’, ‘কমপ্লিষ্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান’, ‘পেপলস আর্মিড’, ‘হাউ পাকিস্তান ভায়োলেটেড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ’ শিরোনামের প্রকাশনাগুলো। এগুলো দেশের অভ্যন্তরে তো বটেই, বহির্বিম্বেও বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছিল। তবে দুর্লভ পুস্তিকাগুলোর পাতা উল্লেখ লাইন পড়ার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি।

এর বাইরে গ্যালারির দেওয়ালজুড়ে আছে বেশ কিছু আলোকচিত্র। পোস্টার প্রচারপত্রেরও বাজলির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নানা পর্যায় তুলে ধরা হয়েছে। ঘুরে-ফিরেই এসেছেন অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সব মিলিয়ে ঘুরে দেখার মতো একটি আয়োজন। জাদুঘর আয়োজিত প্রদর্শনী চলবে মার্চের শেষ দিন পর্যন্ত। মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাস। একাত্তরের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার পরই তাঁকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রেফতার করে ইসলামাবাদে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

মাধুরী বণিকের গাছতলায় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন।। গ্রামের এক গাছতলায় উদযাপন করা হয় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। ১৭ মার্চ। একই দিন রাজধানীসহ গোটা দেশে বর্ণাঢ্য উৎসব অনুষ্ঠান। বণিল সব আয়োজনে চারপাশ মুখরিত ছিল। সেগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে রাজধানীর কাছে নবাবগঞ্জের সমসাবাদ গ্রামের আয়োজটি ছিল একেবারেই সামান্যটা। তবে গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এটিকেই আলাদা বৈশিষ্ট্যের অনন্য উদযাপন বলে মনে হবে।

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ চেয়েছিলেন। নবাবগঞ্জের গ্রামে তেমনই এক সোনার মানুষের খোঁজ পাওয়া যায় সম্ভ্রতি। নাম তাঁর মাধুরী বণিক। কিছুদিন আগে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল, প্রবীণ এই নারী গত ২৫ বছর ধরে তাঁর নিজ গ্রাম ও আশপাশের এলাকায় অভিনব এক পাঠাগার পরিচালনা করে আসছেন। নিজ উদ্যোগেই বই সংগ্রহ করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেগুলো মানুষকে পড়ার জন্য দিয়ে আসেন তিনি। পড়া শেষ হলে আবার নিজে গিয়ে ফেরত আনেন। পাশাপাশি খোলা আকাশের নিচে গাছতলায় একটি পাঠশালা পরিচালনা করেন তিনি। এখানে প্রচলিত ধারার লেখাপড়া কমই হয়। বরং ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মানস গঠনে ভূমিকা রাখেন মাধুরী



দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া দাপট দেখিয়ে ভারতকে ১০ উইকেটে হারাল



বিশাখাপত্তনম— অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের তোপে জিম ভিন্ন হয়ে গেল ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ভারত হেরে গেল ১০ উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। এই জয়ের ফলে অস্ট্রেলিয়ার তিন ম্যাচের সিরিজে সমতা ফিরিয়ে আনল। মুম্বইতে ভারতীয় দল ৫ উইকেটে জয় পেয়ে ১-০ তে এগিয়ে ছিল। ওই ম্যাচে অধিনায়ক ছিলেন হার্ডিক পাণ্ডিয়া। রোহিত শর্মা দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে আসেন। কিন্তু ওই ম্যাচে ভারতকে হার স্বীকার করতে হল বিস্মী ভাবে। টসে জিতে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বল করার সিদ্ধান্ত নেন। ভারত ব্যাট করতে নেমে প্রথম দফায় ভারত বড় ধাক্কা খায়। অস্ট্রেলিয়ার দুরন্ত বোলার মিচেল স্টার্ক বল হাতে আগুন বরাতে থাকেন। প্রথম ওভারেই ওপেনার শুভমান গিলকে প্যাভেলিয়নে ফেরত পাঠান। শুভমানের ব্যাট থেকে কেননও রানই আসেনি। দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা পঞ্চম ওভারেই স্টার্কের বলেই শিকার হন। ভারতীয় স্কোর বোর্ডে তখন ৩২ রান। আর রোহিত শর্মার ব্যাটে মাত্র ১৩ রান। তার পরের বলে স্টার্ক আরও একটু উইকেট পেয়ে যান। সূর্য কুমার যাদব তখন ব্যাট করতে এসেছিলেন। সূর্য কুমার কেননও রান করার আগেই আউট হয়ে যান। এলবিডাব্লিউ হয়ে প্যাভেলিয়নে পা বাড়ান। অংশা এর পরেও লোকেশ রাবালকে আউট করেন স্টার্ক। প্রথম

একদিনের ম্যাচে লোকেশ রাথল দুরন্ত ব্যাটিং করেছিলেন এবং ভারতীয় দলকে জেতানোর পিছনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনেক বড়। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে তিনি ব্যর্থ হলেন। রাথলে ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র ৪ রান। ভারতীয় দলের অবস্থান বদলাতে রবীন্দ্র জাদেজা ও বিরাট কোহলি ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চেষ্টাও সফল হয়নি। রবিবারের ম্যাচে বিরাট কোহলিও বড় ইনিং খেলতে ব্যর্থ হলেন। নাথান এলিস তাঁর প্রথম ওভারে বিরাট কোহলিকে প্যাভেলিয়নে ফিরিয়ে দেন। কোহলি ৩১ রানে আউট হন। আর রবীন্দ্র জাদেজা ১৬ রানের মাথায় এলিস হাতে শিকার হন। তারপরে অক্ষর প্যাটেল ভারতীয় দলের স্কোর বোর্ডকে পরিবর্তন করবার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে কুলদীপ যাদব যেমন সঙ্গত দিতে পারেননি তেমনই আবার মহম্মদ শামি ও মহম্মদ সিরাজও কিছু করতে পারেননি। কুলদীপ যাদব মাত্র ৪ রান করে আউট হয়ে যান। আর শামি ও সিরাজ কেননও রানই করতে পারেননি। অক্ষর প্যাটেল ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন। ভারতীয় দলের স্কোর বোর্ডে মাত্র ১১৭ রান ওঠে। এবং সবাই আউট হয়ে যান। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে মিচেল স্টার্ক ৫টি উইকেট পেয়েছেন। আর ৩টি উইকেট পান সন অ্যাটবট। দুটো উইকেট পেয়েছেন নাথান এলিস। ৫ উইকেট দখল করে

ভারতীয় দলের ধস নামিয়ে দেন স্টার্ক। অস্ট্রেলিয়ার এই দুরন্ত বোলার মিচেল স্টার্ক ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন। ভারতীয় দলের ১১৭ রানের জবাবে অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনার মিচেল মার্শ এবং ট্রিভিস হেড বেশ শক্ত হাতে ব্যাট করতে থাকেন। ভারতীয় বোলারদের কোনও রকম পান্ডা না দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার এই দুই ওপেনার ১১ ওভারেই জয়ের নির্দিষ্ট রানে পৌঁছে যান। বিনা উইকেটে অস্ট্রেলিয়া ১২১ রান করে ভারতের বিরুদ্ধে জয় তুলে নেন ১০ উইকেটে। মিচেল মার্শ ৩৬ বলে অপরাজিত থাকে, তেমনি আবার ট্রিভিস হেড ৩০ বলে ৫১ রান করে ক্রিকেট থেকে যান। এদিন অস্ট্রেলিয়া দল সব দিক থেকেই ভারতের থেকে এগিয়ে ছিল। বোলিং, ফিল্ডিং এবং ব্যাটিংয়েও সবাই নজর কেড়ে নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা। বিশেষে অন্যতম সেরা ফিল্ডার হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ স্মিথের নাম সবাই জানা আছে। এলিন অসাধারণ দুটি ক্যাচ ধরেছেন স্মিথ। স্টার্কের বলে রোহিত শর্মার ক্যাচটি স্লিপে পাখির মতো উড়ে গিয়ে তালু বন্দি করেন। আবার হার্ডিক পাণ্ডিয়ার ব্যাট থেকে উড়ে আসা বলটি ছৌ মেরে নিজের আয়ত্রে নিয়েছিলেন স্মিথ। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে সব থেকেই এগিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া দল তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিন ধরে অনুষ্ঠিত হল ওয়েবসাইপ কালচারাল অ্যান্ড অ্যাথলেটিক মিট-২০২৩

অঙ্কিতা আচার্য, নদিয়া, ১৯ মার্চ— ১৮ থেকে ১৯ মার্চ- এই দুদিন ধরে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল ৩৪তম ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট ফর ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন অর্থাৎ ওয়েবসাইপ কালচারাল এ্যান্ড অ্যাথলেটিক মিট-২০২৩। এই মিটে পশ্চিমবঙ্গের মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলে মোট দশটি শারীরশিক্ষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এগুলির মধ্যে ছিল তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাড়টি মহাবিদ্যালয়। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগ এই মিটের আয়োজন করে। যাদবপুর ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া অংশগ্রহণ করে স্টেট ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন ফর উইমেন হেস্টিং হাউজ, কলকাতা গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন ফর উইমেন, ঝগলি পোস্ট গাজুয়েট গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট ফর ফিজিক্যাল এডুকেশন, বাণীপুর ইউনিয়ন খ্রিস্টান কলেজ, বরেন্দপুর মুগেরডিয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয় নিখিল বদ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বিষ্ণুপুর এবং মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনের শিক্ষক ও পঞ্জারা।

গত ১৮ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিজে আব্দুল কালাম অডিটোরিয়ামে এই মিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মানসকুমার সান্যাল। এই পর্যায়ে আমন্ত্রিত অতিথিরা ছিলেন, ফার্স্ট সেডি অফ দা কল্যাণী ইউনিভার্সিটি সুমিত্রা সান্যাল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অলোককুমার ব্যানার্জি, আইকিউএসি অধিকর্তা অধ্যাপক নন্দকুমার ঘোষ, জনসংযোগ বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক সুজয়কুমার মন্ডল, ওয়েবসাইটের সভাপতি অধ্যাপক অসীম কুমার বসু ও সম্পাদক ড. শুভ্রত কর। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত শারীরশিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ। অংশগ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষকরাও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, শারীরশিক্ষা সম্পর্কিত এই ধরনের মিটের আয়োজন করতে পারলে আমাদের মাঝে খুশি। শারীরশিক্ষা চর্চার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে তুলছি। আগামী দিনে অ্যাথলেটিকের জন্য সিস্টেমটিক ট্রাক আমাদের মাঠে করা যায় কিনা তা ভেবে দেখছি। শারীরশিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সন্দীপ শংকর ঘোষ বলেন, এবারের ওয়েবসাইপ মিটে মোট দশটি শারীরশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বারোশো ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে উপাচার্য সহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। জনসংযোগ বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক সুজয়কুমার মন্ডল জানান, কোভিড সময়কালের পর থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান উপাচার্যের নেতৃত্বে বিদ্যায়তনিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক লাগাতার বড় বড় উদ্ভেদ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই ওয়েবসাইপ মিটের মাধ্যমে রাজ্যস্তরীয়ভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারল। এই অভিজ্ঞতা আগামী দিনে তাদের ভবিষ্যৎ কাজে লাগবে।

প্রথম দিন দলগতভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মনন ও সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানেরও সূচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শুরুতে ছাত্র ছাত্রীদের মার্চ পার্স হয়, এরপর বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন শারীরশিক্ষা বিভাগের শিক্ষক ড. পথিকুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষিকা ড. লাজেন লেপচা। বিভাগের কোচ ও ইন্সট্রাক্টরও পরিচালনার কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই ওয়েবসাইপ মিটকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ, উদ্যোগ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত। শারীরশিক্ষাবিদদের মতে, রাজ্যে শারীরশিক্ষা চর্চার প্রসারের ক্ষেত্রে এ ধরনের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন সক্রিয় অনুষ্ঠানের কাজ করে।

রোনাল্ডো গোল পেলেন

কাতার— পর পর তিনটি ম্যাচ গোলশূন্য থাকার পরে আল নাসের জয়ে ফিরল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর গোলে। সৌদি প্রো লিগে আভার বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জয়লাভ করল আল নাসের দল। অবশ্য খেলার প্রথমার্ধে পিছিয়ে ছিল রোনাল্ডোর আল নাসের দল। এর আগে আল নাসেরের কাছেও সৌদি প্রো লিগে হার স্বীকার করেছিল আভা দল। কিন্তু কোপের কোয়ার্টার ফাইনালে আভার বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জিতলেও ব্যক্তিগত ভাবে ও ম্যাচে নিশ্চিত ছিল রোনাল্ডো। এমনকি মেজাজ হারানো জন্য হলুদ কার্ডও দেখেছিলেন। কিন্তু এদিন পর্তুগিজ তারকা রোনাল্ডো দুর্দান্ত ফ্রিকিক থেকে ৭৮ মিনিটে গোল করে খেলার সমতা ফিরিয়ে আনেন। তার এক মিনিট বাদেই আভা দলের জাকারিয়া সামি লালা কার্ড দেখে মাঠের বাইরে চলে যান। ৮৬ মিনিটে আল নাসের দলকে জয় এনে দেন পেনাল্টি থেকে তালিকা।

টেবল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি— আগামী ২০ মার্চ থেকে ৮৪তম সিনিয়র জাতীয় ও অন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে জম্মু নিউ মাল্টিপারপাস হল, এমএস স্টেডিয়ামে। প্রতিযোগিতা চলবে ২৭ মার্চ পর্যন্ত। বাংলা থেকে এই প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে অংশ নেবে সুতীথা মুখার্জি, প্রান্তি সেন, মৌমিতা দত্ত, পয়মন্তি বৈশ্য ও সতপর্ণী দে। পুরুষ বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করবেন জিৎ চন্দ, অঙ্কুর ভট্টাচার্য, সৌম্যদীপ সরকার, অনিকেত সেন চৌধুরি ও জয়ব্রত ভট্টাচার্য। কোচ রঞ্জন চক্রবর্তী ও অনিবার্ণ দে। ম্যানেজার হয়েছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী। ওয়েস্ট বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব শর্মি সেনগুপ্ত ও মাস্ত ঘোষ জানিয়েছেন, এবারের বাংলা দল ভালো ফলাফল করবে, এই আত্মবিশ্বাস রয়েছে। অন্যদিকে কলকাতার হরিনাভির স্টার ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমির ইভোর প্রেক্ষাগৃহে অনুর্ধ্ব ৯ ও ১১ বয়সভিত্তিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ২১ মার্চ থেকে। চলবে ২৩ মার্চ পর্যন্ত।

সমর্থকদের উন্মাদনায় ভেসে গেল রাজপথ

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে কলকাতা ফিরল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি— সকাল থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। মাঝে মাঝেই বৃষ্টি পড়ছিল কখনও জোরে আবার কখনও হালকা ভাবে। তবুও সবুজ মেকন সমর্থকদের উৎসাহে কোনওভাবেই ভাটা পড়েনি। দশটা বাজতে না বাজতেই ঢাক ঢোল বাঁশি নিয়ে বিমান বন্দর চত্বর মানুষের ভিড়ে একাকার। সবাই মুখে একটাই শ্লোগান ভারতসেরা এটিকে মোহনবাগান। জয় মোহনবাগান। শতাব্দীর সেরা ক্লাব মোহনবাগানই পারে ইতিহাস রচনা করতে। গোয়া থেকে আইএসএল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হবার পরে রবিবার প্রায় ১টা নাগাদ ট্রফি নিয়ে খেলোয়াড় কোচ এবং অন্যান্য সদস্যরা বিমান বন্দরে নামতেই উচ্ছ্বাস আরও তীব্র হয়ে ওঠে। বিমান থেকে নেমে আসার পরে লাউঙ্গে খেলোয়াড়দের দেখার পরেই জনতা আনন্দে বিভোর হয়ে চিৎকার করতে থাকেন। ধীরে ধীরে খেলোয়াড়রা যত কাছে এগিয়ে আসছিলেন ততই সমর্থকরা তাদের স্পর্শ করবার জন্য একেবারে কাছে চলে যান। সেলফি তোলার জন্য কেননও আপত্তি নেই খেলোয়াড়দের। আনন্দের জোয়ারে খেলোয়াড়রাও ভেসে গেলেন। বাঁধন উচ্ছ্বাসে কেউই দিক খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

বিমান বন্দর থেকে খেলোয়াড় কোচ ও অন্য সবাই যাবার কথা ছিল সরাসরি মোমিনপুরে আরপিএসজি হাউসে। সবাই বাসে উঠে পড়েছিলেন। খেলোয়াড়রা তখনও শুনতে পাচ্ছিলেন সমর্থকদের চিৎকার, ডিজে, ব্র্যান্ডার গান। অনেকে মোটর বাইক করে এসেছিলেন তাঁরাও পিছু নেন। তার আগেই দেনার ট্রফি নিয়ে উৎসব চলেছিল। পথের মধ্যে বাব বার দাঁড়াতে হচ্ছিল জনতার অনুরোধে। কেউ ফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। আবার কেউ মিষ্টি নিয়ে তাঁদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছিলেন। তারই মধ্যে ধীরে ধীরে বাস এগিয়ে চলতে থাকে। অনেকেই বাসের সামনে দাঁড়িয়ে মোহনবাগানের পতাকা নিয়ে একেবারে খেলোয়াড়দের কাছে পৌঁছে যাচ্ছিলেন। কিছুতেই বাস এগিয়ে যেতে পারছিল না। আসলে সমর্থকদের আবেগকে তাঁরা কিছুতেই সরিয়ে দিয়ে পারছিলেন না। কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে হবে সেই লক্ষ্যে অনেক সময় চলে যাচ্ছিল। তাই হঠাৎই নিউটাউনের দিকে ঘুরিয়ে মোমিনপুর পর্যন্ত গ্রিন করিড কর বস নিয়ে যাওয়া হল।

আরপিএসজি হাউসে বাস প্রবেশ করল তখন দুপুর ৩টে। কড়া নিরাপত্তার কারণে ভিতরে সমর্থকদের প্রবেশের অধিকার ছিল না। তবুও ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকজনকে দেখতে পাওয়া গেল খেলোয়াড়দের সঙ্গেই। মধ্যাহ্ন ভোজে দু'একজন খেলোয়াড় চলে গেলেও তারই মাঝে সাজানো মধ্যে আলো করে দাঁড়িয়েছিলেন অন্যতম কর্ণধার সঞ্জীব গোস্বামী। তিনি বললেন মোহনবাগানের সঙ্গে যুক্ত হবার পরে এই প্রথমবার ট্রফি জয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারলাম। এই অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না। চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য এটিকে মোহনবাগান ৬ কোটি আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে। খেলোয়াড়, কোচ বা অন্যরা কর্ণধারের তরফ থেকে কি আর্থিক পুরস্কার পাবে? সঞ্জীব গোস্বামী একগাল হাসি হেসে বলেন, ট্রফি জেতার থেকে আর কি বড় পুরস্কার হতে পারে। আবার মোহনবাগান ক্লাবের নামের আগে এখন আর এটিকে থাকছেন না। নাম হবে মোহনবাগান সুপার জয়েন্টস। এই কথার মাঝেই একে একে সব খেলোয়াড়রা মধ্যে উঠে আসেন। মধ্যে ট্রফিটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল।



ভারতসেরা দলকে অভিনন্দন জানাতে আজ মোহনবাগান তাঁবুতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি— আইএসএল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন এটিকে মোহনবাগান। ভারতের পয়লা নম্বর লিগের ট্রফি রবিবার এটিকে মোহনবাগান তাঁবুতে প্রবেশ করতেই উল্লাসে মেতে ওঠেন সমর্থকরা। বাংলার শতাব্দীর সেরা ক্লাবের এই সাফল্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দারুণ খুশি। মুখ্যমন্ত্রী নিজে সফল খেলোয়াড় ও কোচকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সোমবার মোহনবাগান তাঁবুতে যেতে পারেন সবুজ মেকনের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাতে। এই খবর দিয়েছেন ক্লাবের হয়ে। তিনি বললেন মোহনবাগানের সঙ্গে যুক্ত হবার পরে এই প্রথমবার ট্রফি জয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারলাম। এই অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না। চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য এটিকে মোহনবাগান ৬ কোটি আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে। খেলোয়াড়, কোচ বা অন্যরা কর্ণধারের তরফ থেকে কি আর্থিক পুরস্কার পাবে? সঞ্জীব গোস্বামী একগাল হাসি হেসে বলেন, ট্রফি জেতার থেকে আর কি বড় পুরস্কার হতে পারে। আবার মোহনবাগান ক্লাবের নামের আগে এখন আর এটিকে থাকছেন না। নাম হবে মোহনবাগান সুপার জয়েন্টস। এই কথার মাঝেই একে একে সব খেলোয়াড়রা মধ্যে উঠে আসেন। মধ্যে ট্রফিটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল।

উপভোগ করতে। এমনকি চ্যাম্পিয়ন হবার পরে এটিকে মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে তিনিও আনন্দে মেতে ওঠেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময়ই চেষ্টা করেন কলকাতার ক্লাবগুলির পাশে থাকতে। এমনকি ফুটবলের উন্নয়নে তিনি আর্থিক সহযোগিতাও করেছেন। তাঁরই পরামর্শে কলকাতার দুই প্রধান

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিনিয়োগকারী নিয়ে যে সমস্যা হয়েছিল তা তিনি মিটিয়ে দিয়েছেন। বাংলার হয়ে রাজি ট্রফিতে খেলতে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তেওয়ারিকে অনুমতি দিয়েছিলেন। ফুটবলের প্রতি ভালোবাসায় আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ভারতসেরা দলকে অভিনন্দন জানাতেই মোহনবাগান ক্লাবে ঝুঁটে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ক্লাবে গড়ে উঠেছে ক্রীড়া পাঠাগার। এমনকি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিনিয়োগকারী নিয়ে যে সমস্যা হয়েছিল তা তিনি মিটিয়ে দিয়েছেন। বাংলার হয়ে রাজি ট্রফিতে খেলতে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তেওয়ারিকে অনুমতি দিয়েছিলেন। ফুটবলের প্রতি ভালোবাসায় আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ভারতসেরা দলকে অভিনন্দন জানাতেই মোহনবাগান ক্লাবে ঝুঁটে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অধিনায়ক প্রীতম কোটাল ও কোচ জয়ান ফেরান্দো মধ্যে এসেই কাপড় সরিয়ে দিয়ে ট্রফিটি হাতে তুলে ধরেন। পাশে ঝুঁয়ে আসেন দিমিত্রি পেত্রাতাস ও শুভাশিস বসু। ছবি তুলতে সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কোচ ফেরান্দো বলেন, আজকের দিনটা আমার কাছে সবচেয়ে খুশির দিন। এই ট্রফিটা মোহনবাগান

পরিবারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি। অধিনায়ক প্রীতম বলেন, অনেকে পরিশ্রমের ফলে আজকের এই খেতাব জয়। আর তখনই চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন গানটি ডিজে ব্রান্ডের বেজে উঠল। ট্রফি নিয়ে খেলোয়াড়রাও নাচতে শুরু করলেন মধ্যে। এক অদ্ভুত উন্মাদনার সাক্ষী হয়ে রইল রবিবারের দিনটা।

ইস্টবেঙ্গলের চিঠিকে ভিত্তিহীন বললেন হকি বেঙ্গলের সভাপতি

কলকাতা হকি লিগে সেরা মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি— দীর্ঘ বাইশ বছর বাদে কলকাতা হকি লিগে খেলতে নেমেই চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ক্লাব। আইএসএল ফুটবলে ভারতসেরা সবুজ মেকন ব্রিগেড। স্বাভাবিক ভাবে মোহনবাগান তাঁবুতে এখন খুশির হাওয়া। জোড়া সাফল্যে সমর্থকদের উল্লাস দেখার মতো। রবিবার নিয়ম রক্ষা হকি লিগের ডার্বি ম্যাচে মোহনবাগানের খেলার কথা ছিল ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে। কিন্তু তার আগেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে হকি বেঙ্গলের সভাপতি স্বপন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে অভিযোগ শানিয়ে বলে দেওয়া হয় তাদের পক্ষে ডার্বি ম্যাচে অংশ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে হকি বেঙ্গলের সভাপতি আবার মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল সচিব। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি হকি ডার্বি ম্যাচে যে অশান্তি তৈরি করা হয়েছিল দুই প্রধানের সমর্থকদের মধ্যে তার ইচ্ছন দিয়েছিলেন হকি বেঙ্গলের সভাপতি নিজে। পক্ষপাত দৃষ্টি হয়ে তাঁর আচরণকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তারপরে থামকে থাকা ডার্বি ম্যাচের দুটি কোয়ার্টারের শেলা অন্য মাঠে দেবার অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু তা কর্পণাত করা হয়নি। এমনকি ওই অশান্তির ব্যাপারে কোনও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কলকাতা ও বাংলার হকির স্বার্থে দীর্ঘদিন বাদে আবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই খেলবার ইন্ডোর প্রেক্ষাগৃহে অনুর্ধ্ব ৯ ও ১১ বয়সভিত্তিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ২১ মার্চ থেকে। চলবে ২৩ মার্চ পর্যন্ত।



এই চিঠির প্রত্যুত্তরে হকি বেঙ্গলের সভাপতি

স্বপন ব্যানার্জি জানিয়েছেন, 'মিথ্যা ও অসত্য অভিযোগ এনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যে চিঠি দিয়েছে তা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ডার্বি ম্যাচের প্রথম দিনে মহম্মদন স্পোর্টিং ক্লাব আমি নিজে দুই প্রধানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে বসেছিলাম। অশান্তি থামাতে সবাই আগে আমিই এগিয়ে এসেছিলাম। এমনকি প্রশাসনিক স্তরে তাড়াতাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। মাঠে হাজির থাকা হকি প্রেমিরাও দেখেছেন সেই সময় আমার কি ভূমিকা ছিল। কোনও ক্লাবের হয়ে কথা বলিনি। হকি মাঠে হকি বেঙ্গলের সভাপতি হিসাবে ভূমিকা পালন করেছি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এই চিঠি একেবারে ভিত্তিহীন। কাউকে

দোষারোপ করে নিজের ভূমিকাকে ঢাকা দেওয়া যায় না। কয়েকদিনের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের চিঠি নিয়ে কার্যকরী সমিতির সভায় আলোচনা করা হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' ইস্টবেঙ্গল হকি ডার্বি ম্যাচে খেলতে না আসায় থামাতে সবাই আগে আমিই এগিয়ে এসেছিলাম। এমনকি প্রশাসনিক স্তরে তাড়াতাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। মাঠে হাজির থাকা হকি প্রেমিরাও দেখেছেন সেই সময় আমার কি ভূমিকা ছিল। কোনও ক্লাবের হয়ে কথা বলিনি। হকি মাঠে হকি বেঙ্গলের সভাপতি হিসাবে ভূমিকা পালন করেছি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এই চিঠি একেবারে ভিত্তিহীন। কাউকে